NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সৌর ঝড়ের কবলে পৃথিবী

ভোটে দুই ক্রিকেটারের ছক্কা ৮

কলকাতা ৫ জুন ২০২৪ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.6.2024, Vol.17, Issue No. 353, 8 Pages, Price 3.00

কোথায় কে জয়ী

কোচবিহার
জগদীশ সিং বাসুনিয়া
তৃণমূল কংগ্রেস

আলিপুরদুয়ার
মনোজ টিগ্গা
বিজেপি

জলপাইগুড়ি
ডাঃ জয়ন্ত রায়
বিজেপি

দার্জিলিং
রাজু বিস্তা
বিজেপি

রায়গঞ্জ
কার্তিক পাল
বিজেপি

বালুরঘাট
সুকান্ত মজুমদার
বিজেপি

মালদহ উত্তর
খগেন মুর্মূ
বিজেপি

মালদহ দক্ষিণ
ইশা খান
কংগ্রেস

জঙ্গিপুর
খলিলুর রহমান
তৃণমূল কংগ্রেস

বহরমপুর
ইউসুফ পাঠান
তৃণমূল কংগ্রেস

মুর্শিদাবাদ
আবু তাহের
তৃণমূল কংগ্রেস

কৃষ্ণনগর
মহুয়া মৈত্র
তৃণমূল কংগ্রেস

রানাঘাট
জগন্নাথ সরকার
বিজেপি

বনগাঁ
শান্তনু ঠাকুর
বিজেপি

ব্যারাকপুর
পার্থ ভৌমিক
তৃণমূল কংগ্রেস

দমদম
সৌগত রায়
তৃণমূল কংগ্রেস

বারাসাত
কাকলি ঘোষ দস্তিদাস
তৃণমূল কংগ্রেস

বসিরহাট
হাজি নুরুল ইসলাম
তৃণমূল কংগ্রেস

জয়নগর
প্রতিমা মণ্ডল
তৃণমূল কংগ্রেস

মথুরাপুর
বাপি হালদার
তৃণমূল কংগ্রেস

ডায়মন্ড হারবার
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

জনগর্জনে বঙ্গে ফের সবুজ ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উল্টে গেলো সব হিসাব। যাবতীয় হিসাব নিকাশ, পেশাদারী সংস্থার সমীক্ষার ভবিষ্যতবাণী নস্যাৎ করে লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিপুল সাফল্য পেলো তৃণমূল। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের জনসমর্থনের ধারা অব্যাহত রেখে বিজেপির তিল তিল করে সাজানো রণকৌশল পর্যুদস্ত করলেন মমতা-অভিষেক জুটি। শুধু তাই নয় শক্তি বাড়িয়ে দেশের ভবিষ্যতের অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে উঠল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। এবার 'দুর্নীতি' হাতিয়ারে শান দিয়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমেছিল বিজেপি। দুর্নীতি ইস্যুতেই আদালতের একের পর এক রায়ে সরকারের অস্বস্তি বাড়ায় ২০২৪ সালেই বাংলা দখলের ট্রেলার দেখানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন শুভেন্দু অধিকারীরা। তবে সেই প্রচেষ্টাই ব্যুমেরাং হয়ে গেল। আদালতের রায়ে যাঁরা চাকরিহারা, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে এক ধাক্কায় অনেকগুলো ভোট কুড়িয়ে কাছিয়ে নিজেদের ঝুলিতে পুরে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, এবারের ভোটে তাঁদের জয়ের আরও দুই স্তম্ভ লদীর ভান্ডার এবং আবাস-যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'।

'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অভিযোগ এনে বাংলার রাজভবন ও বিধানসভা থেকে শুরু করে দিল্লির মসনদ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন বাংলার নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষকে কাছে টানতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিগেডের সভা থেকে বাংলা-বিরোধীদের বিসর্জনের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

৪২ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করে সেদিন জনগণের গর্জনকেই হাতিয়ার করেছিলেন মমতা ও অভিষেক। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলবিহীন ভোটে মানুষের পাশে থাকার উপরই বেশি জোর দিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল। যার ফল তারা হাতে হাতে পেয়েছে। দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির তর্জন-গর্জন আস্থা জাগাতে পারেনি বঙ্গবাসীর মনে। দোসর ছিল সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন ইস্যু। যা রাজ্য রাজনীতি ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও কিছুই বাংলার মমতা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে টলাতে পারেনি। যার ফলস্বরূপ, এক্সিট পোলের সব হিসাব পালটে দিয়ে বঙ্গে ফের সবুজ ঝড়।

'গণতন্ত্রের জয়', দেশবাসীকে ধন্যবাদ মোদির

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: গোটা দেশে ভোটের ফল অনুসারে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসতে চলেছে নডি জোট। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটে নডি জোটের জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কণ্ঠে জয়ের উল্লাস, 'গণতন্ত্রের জয় হল, এই সরকার সমাজের প্রতিটি স্তরের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ।'নয়াদিল্লিতে দলীয় সদর দপ্তর থেকে সফল নির্বাচনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মোদি। বলেন, ১৯৬২ সালের পর প্রথমবারের মত কোন-ও সরকার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরেছে। মোদির কথায়, '২০১৪ সালে দেশবাসী পরিবর্তনের জন্য ভোট দিয়েছিল। সেইসময় নিত্যদিন খবরের শিরোনামে উঠে আসছিল দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি। ২০১৯ সালে জয় এল। ২০২৪ সালে, এই গ্যারান্টি নিয়ে আমরা জনগণের কাছে গিয়েছিলাম। এনডিএ- র প্রতি দেশবাসীর আশীর্বাদের জন্য আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই।'নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'মানুষ ভাজপার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছে। আজকের এই জয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় লোকতন্ত্রের জয়। যেখানেই বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে, সেখানেই বিজেপি জিতেছে, আর কংগ্রেসের তো বোধহয় জামানতও জধ হয়েছে। জগন্নাথদেবের আশীর্বাদে এবার ওডিশায় বিজেপির সরকার হবে। কেরলেও আমরা আসন জিতেছি। অসংখ্য কেরলবাসীর বলিদানের ফলে এটা হয়েছে।' চন্দ্রবাবু নাইডু আর নিতীশের প্রশংসা-ও করেন নরেন্দ্র মোদি।মায়ের মৃত্যুর পর মোদির এটি প্রথম নির্বাচন। মোদির কথায়, 'জনগণ আমায় মায়ের অভাব বুঝতেই দেননি।' মোদির কণ্ঠে উপচে পড়ল আত্মবিশ্বাস, 'তৃতীয় দফায় দেশ বড় সিদ্ধান্তের অধ্যায় লিখবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। তৃতীয় দফায় সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে দুর্নীতিকে সমূলে উৎখাত করা। সরকার আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে অবিচল থাকবে, ততদিন থামবে না যতদিন না দেশের প্রতিরক্ষা সেক্টর সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হচ্ছে।'এদিন টানা তৃতীয়বার সরকার গড়ার পথে এনডিএ। 'অভূতপূর্ব' এই সাফল্যের পর দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী দিনে দেশবাসীর সমস্ত আশা পূরণ করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ৩৫৩টি আসন পেয়েছিল এনডিএ। কিন্তু এবারের নির্বাচনে এখনও তিনশো পেরতে পারেনি জোট। তবে এই ফলাফলকেদেশবাসীর আস্থার প্রতিফলন হিসাবেই দেখছেন প্রধানমন্ত্রী। ফলপ্রকাশের পর এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, টানা তৃতীয়বার এনডিএর উপরে ভরসা রেখেছেন আমজনতা। এই অভূতপূর্ব সময়ে দেশবাসীকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে দেশবাসীর সমস্ত আশা-আকাঙ্খা পূরণ করবেন বলেও এই পোস্টে লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ জানিয়েছেন দলীয় কর্মীদেরও।

মোদি-শাহকে প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ: রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: লোকসভা ভোটের গণনায় এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না কোনও দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এগিয়ে থাকলেও, শাসক জোটকে ৩০০-র আশপাশে আটকে ফেলতে পাড়ায় বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে কংগ্রেস শিবির। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। রাহুল বলেন, 'এই নির্বাচনের সবথেকে বড় বিষয় হল, দেশবাসী একজোট হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মোদি-শাহ জুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত যা ট্রেন্ড, উনিশের লোকসভা ভোটের তুলনায় অনেকটা আসন বাড়ছে কংগ্রেসের। অন্যদিকে, ২০১৯ সালের তুলনায় আসন কমতে চলেছে বিজেপির। লোকসভা ভোটের গণনার বিকেলে জনতা-জনার্দনকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাহুল বলেন, 'এবারের ভোট কংগ্রেস বা ইন্ডিয়া জোট শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েনি। ইডি, সিবিআইয়ের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও লড়েছে। এই লড়াই ছিল সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। দেশবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা সংবিধানকে রক্ষা করার প্রথম ও সবথেকে বড় পদক্ষেপ করে ফেলেছেন।' সংবিধান হাতে নিয়ে রাহুল বলেন, সংবিধান বদলের ষড়যন্ত্র করছিল বিজেপি। কিন্তু নির্বাচনে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন ভারতের আমজনতা। দরিদ্র, দলিত, কৃষকরা এই চেষ্টা বিফল করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাহুলের দাবি, দেশবাসী জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা মোদি-শাহকে আর চান না। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও জানান, কংগ্রেস কোনও একটা দলের বিরুদ্ধে লড়তে নামেনি। মোদির 'দখল' করা সমস্ত সংস্থার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। তারই প্রতিফলন হয়েছে নির্বাচনের ফলাফলে। এদিন বিকেলে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, জয়রাম রমেশ-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সাংবাদিক বৈঠকে খাড়গেও বলেন, 'এখন এটা স্পষ্ট, এই রায় মোদিজির বিরুদ্ধে গিয়েছে। এটা তাঁর রাজনৈতিক হার, নৈতিক হার। যে ব্যক্তি সবজায়গায় নিজের নামে ভোট চাইতেন, এটা তাঁর খুব বড় হার। নৈতিক দৃষ্টিতে এটা তাঁর খুব বড় ক্ষতি।' মঙ্গলবার খাড়গের সুরেই রাহুল মোদি-শাহ এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, 'মোদি-শাহ দেশের এজেন্সি, অর্ধেক বিচারব্যবস্থাকে কব্জা করে রেখেছে। আমাদের লড়াই ছিল তার বিরুদ্ধে। সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।' বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' দলের অন্যতম শরিক কংগ্রেস। সেই জোটের প্রত্যেকটি দলকে ধন্যবাদ জানান রাহুল। তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের জোটসঙ্গীদের সম্মান করি।'

কোথায় কে জয়ী

যাদবপুর
সায়নী ঘোষ
তৃণমূল কংগ্রেস

কলকাতা দক্ষিণ
মালা রায়
তৃণমূল কংগ্রেস

কলকাতা উত্তর
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

হাওড়া
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

উলুবেড়িয়া
সাজদা আহমেদ
তৃণমূল কংগ্রেস

শ্রীরামপুর
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

হুগলি
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

আরামবাগ
মিতালী বাগ
তৃণমূল কংগ্রেস

তমলুক
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
বিজেপি

কাঁথি
সৌমেন্দু অধিকারী
বিজেপি

ঘাটাল
দীপক অধিকারী (দেব)
তৃণমূল কংগ্রেস

ঝাড়গ্রাম
কালীপদ সোরেন
তৃণমূল কংগ্রেস

মেদিনীপুর
জুন মালিয়া
তৃণমূল কংগ্রেস

পুরুলিয়া
জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো
বিজেপি

বাঁকুড়া
ডাঃ অরূপ চক্রবর্তী
তৃণমূল কংগ্রেস

বিষ্ণুপুর
সৌমিত্র খাঁ
বিজেপি

বর্ধমান পূর্ব
শর্মিলা সরকার
তৃণমূল কংগ্রেস

বর্ধমান-দুর্গাপুর
কীর্তি আজাদ
তৃণমূল কংগ্রেস

আসানসোল
শত্রুঘ্ন সিনহা
তৃণমূল কংগ্রেস

বোলপুর
অসিত কুমার মাল
তৃণমূল কংগ্রেস

বীরভূম
শতাব্দী রায়
তৃণমূল কংগ্রেস

প্রত্যাখ্যান বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃদ্ধদের হাত ধরে বামেরা এই রাজ্যে শূন্য হয়েছিল আগেই। তাই এবার তরুণ ব্রিগেডের হাত ধরে খরা কাটবে, এই আশায় বুক বেঁধেছিল বামেরা। এই আশাতেই লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে একঝাঁক তরুণ নেতাকে বেছে নিয়েছিল বামেরা। কিন্তু সৃজন-সায়ন-দীপ্সিতাদের হাত ধরেও শূন্যের গেরো কাটল না। ২০১৯-এর লোকসভার পর ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও বাম সেই শূন্যেই। নতুন প্রজন্মও আশার আলো দেখাতে পারল না লালশিবিরকে। বাংলা আরও একবার 'প্রত্যাখ্যান' করল বামেদের।

ওড়িশায় প্রথমবার উড়বে গেরুয়া পতাকা

ভুবনেশ্বর, ৪ জুন: লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে সারা দেশেই প্রবল ধাক্কা খেয়েছে এবার এনডিএ। কিন্তু এরই মধ্যে যে রাজ্যগুলোয় গেরুয়া শিবির জয়ের রাস্তায় অনায়াসে হেঁটেছে তার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই ওডিশা। লোকসভার পাশাপাশি সেখানে বিধানসভা নির্বাচনও ছিল। আর সেখানেও বাজিমাত করেছে বিজেপি। এখনও পর্যন্ত যা হিসেব মিলেছে, তাতে বোঝা গিয়েছে ওডিশায় লোকসভা নির্বাচনে এনডি জয়ে বা এগিয়ে ১৯টি আসনে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anukul Chandra Sarkar ও A. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭১৯ নং এফিডেভিট বলে Pintu Barman S/o. Dhiren Barman ও Sri Pintu Burman S/o. Lt. Dhiren Burman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

17/5/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Taiyab Ali Sardar ও Taiyab Sardar উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম আমার আসল নাম Taiyab Ali Sardar

নাম-পদবী

জমির দলিলে নাম সাবির খান আছে ২৪/১১/১১ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে সাগর বিশ্বাস S/o. Late Maslah Biswas ও সাবির খাঁন S/o. Late Md. Maslahuddin Khan উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম বগুলা কলেজ পাড়া পোষ্ট বগুলা হাঁসখালি নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, Bishwanath Prasad Shaw alias Jaiswal son of the late Jamuna Prasad Shaw alias Jaiswal. Residing at 222 A, Vivekananda Road , P.S. Narkeldanga, Kolkata 700006. Some of my documents are named Bishwanath Prasad Shaw and some documents are Bishwanath Prasad Jaiswal. Shall henceforth declare before the Learned Metropolitan Magistrate (1st class), Kolkata on 03.06.2024 that Bishwanath Prasad Shaw and Bishwanath Prasad Jaiswal is one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, **SANJIB BHATTACHARJEE**, S/O **Madanjyoti Bhattacharjee**, residing at 29 No. Balaram Majumder Street, Hatkhola S.O., Kolkata 700005, WB do hereby solemnly affirm and declare that my father **MADANJYOTI BHATTACHARJEE, MADAN BHATTACHARYA** and **MADAN BHATTACHARJEE** and Mother **KRISHNA BHATTACHARJEE** and **KRISHNA BHATTACHARYA** are the same and one identical person vide affidavit before the Ld. Metropolitan Magistrate (1st class), Kolkata on 04.06.2024.

বিজ্ঞপ্তি

আমি অপু কুমার বনিক, পিতা- ভাসান চন্দ্র বনিক কোতয়ালী থানার অর্ন্তগত খাঁপুর গ্রামের স্থায়ী বাসীন্দা। ৯৯ নং নলদহ মৌজাধীন ৪১৬৪ নং দাগের ১৯৬১ নং খতিয়ান থেকে ৬ শতক জমি বিগত ইং ১৯.০৩.২০২০ তারিখে এ.ডি. এস.আর অফিস হইতে প্রাপ্ত ৯৮ নং আমমোক্তার দলিলবলে বিক্রয় করিয়াছি। যাহা দলিল গ্রহীতা আগামী দিনে নামপত্তন করিবে। ইহাতে কাহারও কোনো অভিযোগ থাকিলে বি এল এন্ড এল আর ও কৃষ্ণনগর-১ অফিসে যোগাযোগ করুন। নতুবা আইনানুসারে কার্য্য সম্পাদন হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই জুন । ২২ শে জ্যৈষ্ঠ। বুধবার। চতুর্দশী তিথি সন্ধ্যা ৭ /৫৬ র পরে ফলহারিনী অমাবস্যা তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : আজ ফলহারিনী মহাকালী পুজো।বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপুর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : আজ ফলহারিনী মহাকালী পুজো।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ ফলহারিনী মহাকালী পুজো।গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : আজ ফলহারিনী মহাকালী পুজো।সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। অমাবস্যা দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী ফলহারিনী মহাকালী পুজো। অমাবস্যা নিশি পালন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

জোড়া জয়ে ফুল ফর্মে রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: নজির গড়লেন রাহুল গান্ধি। উত্তর থেকে দক্ষিণ, রায়বরেলি থেকে ওয়েনাড - একসঙ্গে দুটি কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হলেন রাহুল গান্ধি। রায়বরেলিতে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিংকে পিছনে ফেলে প্রায় ৪ লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। আর তাঁর নিজের কেন্দ্র, কেরলের ওয়েনাডও ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪২২ ভোটে জয়ী হয়েছেন রাহুল। এটা নিছক নির্বাচনী-জয় নয়, রাহুল ও তাঁর দলের সম্মানের জয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাই রাহুল গান্ধিকে বিপুল জয়ের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

কংগ্রেসের গড় হিসাবেই পরিচিত রায়বরেলি ও আমেঠি। যদিও ২০১৯-এ বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানির কাছে পরাজিত হন রাহুল গান্ধি। তবে কেরলের ওয়েনাডে ৭ লক্ষ ভোট পেয়ে সংসদে প্রবেশ করেন রাহুল। এবারও তাঁকে খালি হাতে ফেরায়নি ওয়েনাডের মানুষ। বিরোধীদের নানা অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে এবারে কেবল ওয়েনাডে রাহুলের প্রাপ্ত ভোট ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৪৫। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইয়ের অ্যানি রাজাকে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪২২ ভোটে পরাজিত করেন তিনি। আর দুই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় যারা সবচেয়ে বেশি রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ওয়েনাডবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ তুলেছিল, সেই বিজেপি পেয়েছে তৃতীয় স্থান।

অন্যদিকে, গতবারে আমেঠি হতাশ করলেও এবারে দু-হাত ভরে দিয়েছে সোনিয়া গান্ধির ঘাঁটি রায়বরেলি। বলা যায়, মায়ের কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েই পুনরায় গো-বলয়ে দাগ কাটলেন রাহুল গান্ধি। রায়বরেলি কেন্দ্রে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৪। বিজেপি প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিংকে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৪১ ভোটে পরাজিত করেছেন তিনি। দীনেশ প্রতাপ সিং অবশ্য ভোটের ফল বুঝতে পেরে গণনা শেষ হওয়ার আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে রায়বরেলির মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এবার দুই কেন্দ্রে একসঙ্গে জয় রাহুল তথা বিরোধীদের কাছে নৈতিক জয় বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভোট পরবর্তী হিংসা হাওড়ায় শুরু শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার হাওড়াতে লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরই শুরু হল শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। হাওড়ার চামরাইল এলাকার জগদীশপুর একসরা এলাকায় নিজের দলের কর্মীদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের অপর এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই। ঘটনাতে একাধিক মহিলা সহ তৃণমূল কর্মী আহত হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও এই বিষয়ে শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনেও মন্তব্য করা হয়নি।

মঙ্গলবার সকাল থেকে বেলা গড়াতেই ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করে শাসকদলের কর্মীরা। ঘটনার সূত্রপাত, ফল বের হওয়ার পর। অভিযোগ, জগদীশপুর একসরা এলাকায় তিণমূলের এক কর্মীর পরিবারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। পরিবারের সদস্য বিশ্বজিৎ দাস জানান, তাঁর ভাই, মা এবং স্ত্রী বাড়ির বাহিরে বসে ছিলেন। তখনই হঠাৎ আচমকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে অপর গোষ্ঠীর লোকজন। আহত মহিলাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভোলা বারুই তাঁকে কানে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন বলে অভিযোগ। তিনটে সেলাই পড়েছে ওই মহিলার মাথায়। অভিযুক্তরা তৃণমূল সমর্থক বলে দাবি করেন বিশ্বজিৎ। ঘটনার প্রেক্ষিতে চামরাইল অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সহ সভাপতি রাহুল যাদব কার্যত স্বীকার করে নেন দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কথা। কোনা মোড়ের কাছে সবাই সবুজ আবির খেলায় মত্ত সেই সময় তাদেরই এক কর্মীর বাড়িতে হামলা হয়। প্রশাসনকে বিষয়টি জানান হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ।

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন বরুণ ধাওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: সোমবার রাতেই বরুণ-নাতাশার কোলজুড়ে এল ফুটফুটে কন্যা সন্তান। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যে মুহূর্তের জন্য অধীর আগ্রহে বসে ছিল ধাওয়ান পরিবার, শেষমেশ তার মধুর সমাপ্তি। সোমবার রাতে মেয়েকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট না করলেও, মঙ্গলবার সকাল হতেই ঘরের লদীকে নিয়ে লিখে ফেললেন নতুন বাবা বরুণ। ছোট্ট কন্যাকে কোলে নিয়ে বরুণ ডুব দিলেন কৃষ্ণনামে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে বরুণ লিখলেন, আমাদের মেয়ে পৃথিবীতে এসেছে। আমাদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে।

সোমবার সকালেই প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করেন বরুণের স্ত্রী নাতাশা দালাল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ভর্তি করা হয় মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে। সেই সময় স্ত্রীকে আগলে রেখেছিলেন বরুণই। দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন বরুণের বাবা পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। পাপারাজ্জিদের কাছে ডেভিডই প্রথম নিশ্চিত করেন বরুণের মেয়ে হওয়ার খবর।

১০ বছর পর গুজরাতে মাথা তুলল কংগ্রেস

আমদাবাদ, ৪ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যে ফুল মার্কস পাওয়া হল না ভারতীয় জনতা পার্টির। গুজরাতে রয়েছে ২৬টি লোকসভা আসন। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে ২৬ আসনেই জিতেছিল বিজেপি। পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যে ২০০৯ সালে শেষবার জিতেছিল কংগ্রেস। তার পর ২০২৪ সালে গুজরাতের একটি আসনে জিততে সমর্থ হল কংগ্রেস।

'নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি তমলুকে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় সবুজ ঝড়। সিংহভাগ আসনে বড় ব্যবধানে জিতেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। বিজেপির আসন কমেছে ২০১৯-এর তুলনায়। মঙ্গলবার এই রেজাল্ট আউটের পর সাংবাদিক বৈঠক করতে এসে ভোটগণনা নিয়ে আপত্তি তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট অভিযোগ, নন্দীগ্রামে গণনায় যা ঘটেছিল, সেই কারচুপিই হয়েছে তমলুকে। আর কাঁথিতে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হওয়ার পরও সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না। এর তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটে জয়ী দলীয় প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে মমতা অভিযোগ, 'কাঁথি-তমলুকে ভোট হয়নি, রিগিং হয়েছে। কাঁথিতে তৃণমূল প্রার্থী জেতার পর জেলার অবজার্ভার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না। নন্দীগ্রামের ভোটে যা হয়েছিল, তমলুকেও তাই হয়েছে। গণনাকেন্দ্রের কাছে রাজ্য পুলিশকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয়নি।' এই অভিযোগ করে হুঁশিয়ারির সুরেই তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'আমি এর বদলা নেব।'

কোচবিহারে নিশীথের হার, জয়ী তৃণমূলের জগদীশ বসুনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কোচবিহারে অতি গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে হেরে গেলেন বিজেপির ওজনদার প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। জয়ী হলেন তৃণমূলের প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়া। ২০১৯ বিজেপির টিকিটে এই কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়েছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। স্বরাষ্ট্রপ্রতি মন্ত্রীর দায়িত্বও পেয়েছিলেন। এবার আর সাংসদ পদ ধরে রাখতে পারলেন না নিশীথ। লোকসভা ভোটের আগে কোচবিহার থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোচবিহারে জগদীশ বসুনিয়ার সমর্থনে পাল্টা সভা করেন। দুই প্রার্থীর প্রচারপর্ব আগাগোড়াই ছিল জমকালো। মঙ্গলবার ভোট গণনার প্রথম থেকেই দুই প্রার্থীর লড়াই ছিল নজরকাড়া। শেষ হাসি হাসলেন অবশ্য তৃণমূলের প্রার্থীর জগদীশ বসুনিয়া। সকাল ৯টা ৫০-এ প্রথম রাউন্ডের গণনার শেষে পিছিয়ে পড়েন নিশীথ অধিকারী। এগিয়ে যান জগদীশ বসুনিয়া। সকাল ১০টা ০৪এ ৬,৩০৭ ভোটে এগিয়ে যায় তৃণমূল। ১০টা ৩৭এ নিশীথ অধিকারীর সঙ্গে জগদীশ বসুনিয়ার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছিল। সেখানে তাঁদের মধ্যে ব্যবধান কমে। ৫১৩৩ ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী।

বেলা ১১টা ৩৬এ ১৩৭২ ভোটে এগিয়ে যান নিশীথ অধিকারী। পিছিয়ে পড়েন জগদীশ বসুনিয়া। দুপুর ১২ টা ৫৬তে নিশীথকে পিছনে ফেলে অল্প ব্যবধানে এগিয়ে যান জগদীশ বসুনিয়া। দুপুর ১টা ৫৫তে পিছিয়ে থাকেন নিশীথ। ৭০২৪ ভোটে এগিয়ে যান জগদীশ।

দুপুর ২টো ২৪এ তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও নিশীথ বসুনিয়ার লড়াইয়ে সামান্য ব্যবধান কমে। দুপুর সাড়ে ৩টায় গতি নেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ১৪৩৬ ভোটে বসুনিয়াকে টপকে যান তিনি। বিকেল চারটায় ২৭, ৪০৪৬ ভোটে পিছিয়ে যান নিশীথ। এগিয়ে যান তৃণমূলের বসুনিয়া।

জয় শোনার পর মায়ের ছবি হাতে নিয়েই গণনা কেন্দ্রের পথে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়

এবারের ভোটে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার ফ্যাক্টর 'হয়েছে। তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার হাতে নিয়েই সবুজ আবির মেখে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে বীরভূম জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ জুন ২০২৪ ২০ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বুধবার

জয় উৎসবে তৃণমূল কর্মীরা, চলল সবুজ অবীর খেলা।

মঙ্গলে 'মঙ্গল' তৃণমূলের, ফের সবুজ ঝড় বাংলায় পারফরম্যান্সে মহিলা ব্রিগেডের চমক রাজ্য জুড়ে

সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা সরকার, মিতালি বাগ, জুন মালিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় ফের ঝড় তুলল তৃণমূল। সবুজ আবীরে ফিকে হল গেরুয়া। প্রথম থেকেই প্রার্থী বাছাইয়ে মহিলাদেরই বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এসেছে তৃণমূল। দলের সিদ্ধান্তের সেই মান রক্ষা করল ঘাসফুলের মহিলা ব্রিগেড।

প্রথমবার ভোটের ময়দানে নেমে একের পর এক চমক দিয়েছেন অনেকেই।

আদি-নব্য মিলিয়ে এবার তৃণমূলের ভরসার কাঁধ হয়ে উঠেছে জোড়া ফুলের মহিলারা। তৃণমূলের মহিলা প্রার্থীদের তালিকায় এবার নতুনদের মধ্যে ছিলেন যাদবপুরের সায়নী ঘোষ, হুগলির রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান পূর্বের চিকিৎসক শর্মিলা সরকার, আরামবাগের মিতালি বাগ, মেদিনীপুরের জুন মালিয়া, বিষ্ণুপুরের সুজাতা মণ্ডল।

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে একেবারে নতুন মুখ জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ। এছাড়াও একাধিক কেন্দ্রে পুরনো মহিলা সাংসদদের উপরই আস্থা রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেমন তৃণমূলে কৃষ্ণনগরের প্রার্থী মহুয়া মৈত্র,জয়নগরে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল, বারাসাতে তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার, উলুবেড়িয়ায় সাজদা আহমেদ, কলকাতা দক্ষিণে মালা রায়কে ভোটের লড়াইয়ে নামান।

এদিন বিকেল ৩টের ট্রেন্ড অনুযায়ী, যাদবপুরে ১ লক্ষ ৩৪ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ। জয়নগরে ২ লক্ষ ৩৪ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল। উলুবেড়িয়ায় ১ লক্ষ ৮ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদ। কৃষ্ণনগর থেকে ৫১ হাজার ৮৮০ ভোটে এগিয়ে থাকে মহুয়া মৈত্র। হুগলিতে বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পেছনে ফেলে ৩৫ হাজার ৪৫৭ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগে ২৯ হাজার ৫৯৮ ভোটে মিতালি বাগ এগিয়ে থাকেন। বর্ধমান পূর্বে ১ লক্ষ ৪৪ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যান শর্মিলা সরকার। দিনের শেষে সকলেই বিরোধী পক্ষের থেকে জয় ছিনিয়ে নেন।

কথা রাখার সঙ্গে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের ফলাফলে একের পর এক চমক। বেলা বাড়তেই ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে ফলাফল। দুপুর হতেই দেখা যায় কথা মিলিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু মেলালেনই না রেকর্ডও গড়ে ফেললেন। আগের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলতে দেখা গেল অভিষেককে।

ডায়মন্ড হারবারে ৪ লক্ষের বেশি ভোটে জয়ের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলাফলের ইঙ্গিত বলে দিচ্ছে কথা শুধু মেলালেনই না, রীতিমতো নতুন রেকর্ড গড়েই বিরাট অঙ্কের জয় নিয়ে তৃতীয়বার সাংসদ হতে চলেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ শুরু হতেই নজরে আসে একেবারে প্রথম রাউন্ড থেকেই এগিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সময় যত গড়াতে থাতে ততই বাড়তে থাকে তাঁর ব্যবধান। ফলে গণনা শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই এটা স্পষ্ট হয় অভিষেকের জয়ের হ্যাটট্রিক শুধুই সময়ের অপেক্ষা। দুপুর ৩টে বেজে ১০ মিনিটের হিসেব গিয়ে দাঁড়ায়, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসকে পেছনে ফেলে ৭ লক্ষ ১ হাজার ৫৬৩ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তৃণমূল এগিয়ে থাকে ২৯টি আসনে। বিজেপি এগিয়ে ১২ আসনে। কংগ্রেস পায় ১টি।

বিজেপির বিপর্যয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্নের মুখে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে বঙ্গে বিজেপির বিপর্যয়। আর তা নিয়েই দলের অভ্যন্তরে তৈরি হল প্রশ্ন। কারণ একটাই। এবার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিলেন শুভেন্দুকে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের থেকেও তাঁর উপর বেশি ভরসা করেছিলেন বিজেপি হাইকম্যান্ড। শুভেন্দুও তাঁর পছন্দের অনেককে প্রার্থী তালিকায় স্থানও দেন। কিন্তু মঙ্গলবার ফল বের হতে দেখা যায় ভরাডুবি হয়েছে বঙ্গ বিজেপির। এদিকে নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন জেলায় শুভেন্দুকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আপনারা বাংলা থেকে বিজেপিকে ৩০টি আসন দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাকে সোনার খনি বানিয়ে দেবেন।' বাস্তবে দেখা গেল, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও বাংলার মানুষ বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সেবার দুশো পারের স্লোগান ৭৭-এ এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। এবার বিজেপির ৩০ থেকে ৩৫-এর গল্প শেষ হয়ে গেল দু-অঙ্কে পা রাখেতই।

বিজেপি সূত্রের খবর, প্রার্থী বাছাইয়ে শুভেন্দুর মতামতকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অন্য বিজেপি নেতারা। শুভেন্দুর একগুঁয়েমির জন্যই মেদিনীপুর থেকে বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষকে সরে যেতে হয় বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। সেখানে গত লোকসভা নির্বাচনে মাত্র আড়াই হাজার ভোটের ব্যবধান ছিল বিজেপি প্রার্থীর জয়ের। সেই কঠিন আসনে এবার লড়াই করতে হয়েছে প্রায় ৯০ হাজার ভোটে জেতা দিলীপকে। অচেনা মাঠে খেলতে প্রথমে নিমরাজি ছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ঘনিষ্ঠ মহলে দিলীপ জানিয়েছিলেন, নতুন কেন্দ্রে তিনি নাও দাঁড়াতে পারেন। পরে অবশ্য অচেনা মাঠেই চেনা ছন্দে খেলতে নামেন দিলীপ। এদিকে আবার তাঁর হয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা তেমন প্রচার করেননি। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসেছিলেন। এক সভায় তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়েই দিলীপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, ওকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। দিলীপ অবশ্য কোনও কেন্দ্রীয় নেতাকে আমন্ত্রণ জানাননি তাঁর কেন্দ্রে প্রচারের জন্য।

অথচ দিলীপ যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, তখনই গত লোকসভা ভোটে বিজেপি এ রাজ্যে ১৮টি আসন পায়। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরই তাঁকে সরিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে সভাপতি করা হয়। দলের অন্দরে শুভেন্দুর সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার এবং দিলীপের মধুর সম্পকে কানাঘুষোও অনেক কিছুই শোনাও যায়। গত তিন বছরে বিজেপির মঞ্চে একসঙ্গে শুভেন্দু এবং দিলীপকে দেখা গিয়েছে কালেভদ্রে। লোকসভা ভোটে ভালো ফল করলে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্য বিজেপিতে শুভেন্দুর গুরুত্ব আরও বাড়ত। কিন্তু এই বিপর্যয়ে তাঁরও কপাল পুড়ল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শূন্য থেকে শুরু করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। মঙ্গলবার পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, আশা ছিল না এমন ফল হবে। যদিও তাঁকে চার লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এত চুরি, দুর্নীতি করা সত্ত্বেও, বাংলার মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, গণনা কেন্দ্রেই কাউন্টিং এজেন্টদের ওপর আক্রমণ করেছে শাসকদলের লোকজন। ওরা জয়লাভ করতেই এলাকায় দলীয় কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে। তাঁর আরও দাবি, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

বিজয়গড়ে বাম-অফিসে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ফলাফল বেরোনো শুরু হতে না হতেই বিজয়গড়ে সিপিআইএমের অফিসে হামলা, ভাঙচুর। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই।

সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিজয়গড় কলেজে গণনা চলাকালীন ফলাফলের খবর যত সামনে আসতে থাকে, ততই হুল্লোড় শুরু করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। এরই মাঝে গণনা কেন্দ্রেই সিপিআইএম কর্মীদের গালিগালাজ ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই কোনও প্ররোচনা ছাড়াই আচমকা ভোলা বসু ভবনের কাছে জড়ো হয়ে হামলা চালায় তৃণমূলীরা। ভাংচুর চালানো হয় ভোলা বসু ভবনেও। ভেঙে দেওয়া হয় দরজা জানলা। ভেতরে বসে থাকা কর্মীদের মধ্যে সোমনাথ কর্মকার নামে এক যুব কর্মীকে আক্রমণ করা হয়। মাথায় চোট লাগে তাঁর। পরে তাঁকে উদ্ধার করে বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বামেরা শূন্য থাকলেও ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবার্তা দিয়ে গেলেন সুজন

শুভাশিস বিশ্বাস

দমদমে লড়াইটা কঠিন ছিল বাম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীর কাছে। এর পিছনে কারণ রয়েছে অনেকগুলোই। রাতারাতি দমদমের রাজনৈতিক ছবিটা বদল করা মোটেই সহজ ছিল না সুজনের পক্ষে। কারণ, এই রাজনৈতিক ছবি বদলাতে হলে গতবারের বিজেপির সাড়ে চার লক্ষ আর সিপিএমের এক লক্ষ ৬০ হাজার ভোট মিলিয়ে কমপক্ষে ছয় লক্ষ ভোটের পরও আরও ৫০ হাজার ভোট টানতে হতো সিপিএমকে। তবেই তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের সঙ্গে একটা সম্ভাবনা থাকতো সুজনের। দ্বিতীয়ত, একদা এই বাম দুর্গের যে ভোট রামের দিকে যাওয়া শুরু করে সেই গতিকে প্রতিহত করা দরকার ছিল সুজনের। নির্বাচনের আগে তিনি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন বামের ভোট রামে যাওয়ার যে ট্রেন্ড তিনি ২০২৪-এ আটকাবেনই। কথাটা সম্ভবত ভুল বলেননি সুজন।

কারণ, মঙ্গলবার নির্বাচনের ফল প্রকাশের প্রায় শুরু থেকেই বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা এবং সুজনকে পিছনে ফেলা শুরু করেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতা শীলভদ্র দত্ত। বেশ কিছুক্ষণ এই ট্রেন্ড বজায় থাকলেও, হঠাৎ-ই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে লড়াইয়ে ফেরেন সৌগত। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। খুব দ্রুত ব্যবধান বাড়াতে থাকেন শীলভদ্র আর সুজনের সঙ্গে। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, বামের ভোট রামে যাওয়া বন্ধ করাতেই শীলভদ্র আর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি সৌগতর সামনে।

এই প্রসঙ্গ একটা কথা না বললেই নয়, বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্রের জনসংযোগ ক্ষমতা সুজনের মতো নয় ঠিকই তবে দমদম লোকসভা এলাকায় শীলভদ্রের একটি ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। কারণ, দমদম ছাড়িয়ে ব্যারাকপুরের দিকে যতই এগোনো যাবে ততই হিন্দিভাষীদের ঘনত্ব বাড়ে। যাঁরা মূলত গোবলয় থেকে রুজিরোজগারের জন্য এসেছেন বাংলায়। এই ভোট বিজেপির দিকেই ঝোঁকে। যার জোরে শীলভদ্র বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চালান সৌগত রায়ের সঙ্গে। তবে এখানে আরও দুটো ফ্যাক্টর ছির শীলভদ্রর সঙ্গে। সেটা হল শহুরে ভোটারের ভোট এবং দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হল, নির্বাচনের ঠিক আগে উত্তর কলকাতায় মোদির পদযাত্রা। রাজনৈতিক বিশ্লষকদের মতে, এই শহুরে ভোট সাধারণত প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়। যার রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড তোলেন বিরোধীরা। এরসঙ্গে মোদির শহরে আসা সামান্য কিছু হলেও ভোটের গতিপথকে যে প্রভাবিত করেছে তাও মনে করেন রাজনৈতিক কারবারিরা। এই দুটো ফ্যাক্টরই এবার যোগ হয়েছিল শীলভদ্র-র সঙ্গে। তবে ২০১৯-এ মতো বাম ভোটের যোগ্য সঙ্গত না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত সৌগত রায়কে আর কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেননি তিনি। বরং উল্টে ভোট কাটাকাটির খেলা চলতে থাকে বাম-বিজেপির মধ্যে। যার অ্যাডভ্যান্টেজ পান সৌগত। তবে দমদমে বামেদের উত্থান কিন্তু শাসকদলের ২০২৬-এর জন্য যে অশনি সংকেত তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

সৃজনময় হল না যাদবপুর, হাল ছাড়তে নারাজ বাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তরুণ ব্রিগেডকে সামনে রেখে এবার নতুন করে লড়াইয়ে নামার জন্য তৈরি হচ্ছিল বামেরা। লক্ষ্য ছিল শূন্য থেকে ফেরার। আর সেই কারণেই প্রার্থীও করা হয় যুবাদেরই। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দাপিয়ে প্রচারও করতে দেখা যায় সকলকে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঝড় তুলেছিলেন তাঁরা। বিশেষত ঝড় উঠেছিল যাদবপুর কেন্দ্রকে ঘিরে। তবে এতো কিছুর প্রভাব যে ভোট বাক্সে পড়েনি তা বলে দিচ্ছে নির্বাচনের ফলাফলই। যাদবপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে এগিয়ে থাকতে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষকে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ১ লক্ষেরও বেশি ব্যবধান তৈরি করে ফেলেন দুপুর দুটোর মধ্যেই।

সবথেকে আশ্চর্যের ঘটনা হল, দ্বিতীয় স্থানে থাকতে দেখা যায় বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। দুপুর ২টো পর্যন্ত হিসেব বলছে, তাঁর প্রাপ্ত ভোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৬ ও বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্যের প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ১৫২৬১। এখানেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি ব্যবধান। এই ফলাফল সামনে আসার পরই সৃজন জানান, 'আমরা বড় লড়াইয়ে নেমেছিলাম। ভোট পাওয়ার লড়াই নয়। প্রথম দিন থেকে আমরা রুটি-কাপড়ের কথা বলে এসেছি। সেটাই বলব। বেশ কিছু জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছে। তবে ফলাফল নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। সামগ্রিক চিত্র থেকে শিক্ষা নিচ্ছি। আবার মানুষের কাছে পৌঁছে যাব।'

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক বিরাট অংশ নিয়ে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র। শুধু যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টা বিধানসভা। যা হল, বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, ভাঙড়, যাদবপুর ও টালিগঞ্জ। মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ লাখ ২ হাজার ২৩৪ জন। যাদবপুর কেন্দ্রের ২১.৪ শতাংশ মুসলিম ভোটার। গ্রামের এলাকার ভোটার এবং মুসলিম ভোট পুরোটাই তৃণমূলের দিকে গেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সম্পাদকীয়

নারীর প্রয়োজন নিয়ে কেন নারীরা সরব হবেন না?

নারী-মুক্তি আন্দোলনের একটি ফল হল, নারীরা এখন আরও মুক্ত হয়েছেন। এবং এর ফলেই সৃষ্টি হয়েছে কিছু নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার। যেন রুথ হ্যারিসের কথার সমর্থনেই প্রবন্ধে উল্লিখিত নোরা ফতেহিও বলেছেন, নারীবাদ জিনিসটা প্রাথমিক ভাবে ভাল, কিন্তু তার একটা সীমা থাকা দরকার। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ সমাজের সর্বনাশ করেছে। বলা বাহুল্য, রুথ হ্যারিস কিংবা নোরা ফতেহি; দু'জনের দু'টি মন্তব্যই যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দেবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলি, আজকের বিশ্বায়নের যুগে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে নারীদের এই অবমূল্যায়নের পিছনে যত না পুরুষরা দায়ী, তার চেয়ে বহুলাংশে দায়ী নারী নিজেই। 'র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ' শুনতে মন্দ নয়! কিন্তু সেটা যদি মেকি হয়, তা হলে তো তার দাম এক কানাকড়িও নয়! সেই মহিলাদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ তো নারীর অধিকারের সহস্র তালিকার মাত্র একটা দিক। বাকি আরও যে সহস্রতর অধিকার পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে চাই বলে নারীরা দাবি করে থাকেন, তা না পাওয়ার পিছনে কি তাঁরাই দায়ী নন? সাধারণ রুটের বাসগুলোতে কেন আলাদা করে লেডিজ সিট থাকবে? কেন লোকাল ট্রেনে মহিলাদের আলাদা কামরা কিংবা মেট্রোতে আলাদা সিট থাকবে? ভোটের সময় কেন মহিলাদের আলাদা লাইন হবে? পুরুষদের অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনে এক জন মহিলা প্রধান মুখ হবেন কেন? কেন আজও পণপ্রথার মতো ঘৃণ্য একটা সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বাড়ির মহিলারা সরব হবেন না? এমন হাজারও প্রশ্ন রয়েছে। সেগুলির উত্তর না দিয়ে অনেক আধুনিক মেয়েও এর সুযোগ নিয়েছেন। প্রতিটা রাজনৈতিক দলেই মহিলাদের আলাদা সংগঠন আছে। জানি না, কিসের প্রয়োজনে আলাদা সংগঠন? কারণ, সেই সব দলের মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে নারীদের দাবি, নারীদের নানা সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে কোনও আন্দোলন বা আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি। তাঁরা তো বলেন না যে, রাস্তার ধারে মহিলাদের শৌচাগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে? তাই যখন দেখি, মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী শৌচালয়ের সমস্যার কথা এক জন পুরুষের কলমে লেখা হচ্ছে, তখন সত্যিই অবাক লাগে এই ভেবে যে, প্রয়োজনটা কাদের? যাঁদের প্রয়োজন, যাঁদের সমস্যা, তাঁরা এ ব্যাপারে নীরব কেন?

আনন্দকথা

অন্তরঙ্গ সঙ্গে — 'আমি কে'?

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়িতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাস্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরের ও ঝউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাস্টার ঠাকুরবাড়ির এদিক-ওদিক পায়চারি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠির কাছ দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণদিকের সিঁড়ির চাতালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া; নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ''দেখ্, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলই ঘন ঘন আসে, যেমন — নূতন পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?''

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অজিঙ্কা রাহানে

১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যোগী আদিত্যনাথের জন্মদিন।*
১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রম্ভার জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিঙ্কা রাহানের জন্মদিন।*

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাথমিকতা ছিল পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা

তাপস চট্টোপাধ্যায়

গীতার ৩/১৯ এ উল্লেখ আছে, 'অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ/ যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভবঃ।' অর্থাৎ প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিও।

পরিবেশ রক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা এখন আর শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সূচিতে নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার টিকে থাকার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়ে বাজার অর্থনীতির অন্ধগলিতে পথ হারিয়ে, চাহিদা আর যোগানের টানাপোড়েনে ক্লান্ত ভারতবাসী ভুলতে বসেছে তার প্রাচীন ঐতিহ্যগত নৈতিকতাকে।

'পরিয়াবরণম' (paryavaranam) 'হাজারো বছর আগে প্রাচীন ভারতের এই সংস্কৃত শব্দের মূল আঙ্গিক ছিল 'পরিবেশ রক্ষা'। ভারতীয় সভ্যতার মূল আধার ছিল মানুষ এবং পরিবেশের সুষ্ঠু এবং স্থায়ী সন্তোলন। বিশ্বাস ছিল, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, সৌরমন্ডলের গ্রহ গ্রহান্তরে অহরহ আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিকিরণ, প্রতিফলন, সবকিছুই ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই কারণেই জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই প্রাচীন ভারতে পরিবেশ এবং ঈশ্বরকে একাসনে বসানো হতো।

ঐতিহাসিকদের মতে ভারতীয় ভূখণ্ডে পরিবেশ সচেতনতার ঐতিহ্য বৈদিক যুগের অনেক আগেই। প্রায় ৫০০০ বছর আগে উত্তর ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রায় ২৮৮০ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু সভ্যতা। বিশ্বের ইতিহাসে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগে গড়ে ওঠা এই সভ্যতাকেই প্রথম ভারতীয় সভ্যতা হিসাবে গণ্য করা হতো। বিস্তীর্ণ সেই জনপদে বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় নির্ণায়ক ভূমিকায় ছিল সঠিক বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশবান্ধব সহাবস্থান। ঐতিহাসিকদের মতে, বিশ্বজুড়ে যখন একাধিক সভ্যতার পত্তনে মানুষ রাজপ্রাসাদ, মিনার অথবা সুউচ্চ মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত তখনই সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসীদের মনোযোগ ছিল নিজেদের বাসস্থানকে উন্নতমানের বসবাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদড়োর মতো দুটি প্রাচীন সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবিষ্কৃত হয় একাধিক উন্নতমানের জীবনশৈলীর অজস্র নিদর্শন। যথেষ্ট আলোবাতাস যুক্ত ঘর, প্রশস্ত পথ, পর্যাপ্ত কূপ এবং জলাধার, স্নানঘর, সার্বজনীন স্নানঘর, ভূগর্ভস্থ ঢাকা নিকাশি ব্যবস্থা সুরক্ষিত শস্য ভাণ্ডার, পরিবেশ রক্ষা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উক্তি সম্বলিত একাধিক ফলক, এমন অনেক নিদর্শন যা আজও আধুনিক ভারতবাসীর কাছে যতটা বিস্ময়কর ততটাই বোধহয় প্রাসঙ্গিক। হরপ্পার নদীমাতৃক এই সভ্যতা শুধুমাত্র এতটুকুতেই থেমে থাকেনি, বিস্তীর্ণ এই জলপথকে পরিবহন এবং বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুজরাতের লোথালে পেশাদারি দক্ষতায় গড়ে উঠেছিল বিশ্বে প্রথম টাইডাল ডকইয়ার্ড (জোয়ার নির্ভর জাহাজ মেরামতি কেন্দ্র)। প্রাচীন ভারতের অর্থশাস্ত্রের মতে জল হল সার্বজনীন সম্পত্তি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়। তেমনই হরপ্পা সংস্কৃতিরও প্রাথমিকতা ছিল জলসংরক্ষণের মাধ্যমে তাকে সেচযোগ্য করা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পরবর্তি সময়ে গুজরাটের ধোলাভীরায় মাটির নিচে আবিস্কৃত হয় বিশাল আকারের জলাধার এবং উন্নতমানের প্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সেচযোগ্য করার অভুতপূর্ব প্রয়াস। ১৮০ C.E.র কাছাকাছি সময়ে চোল রাজা কারিকালা নর্মদা নদীর ওপর যে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন তার দ্বারা নদীর মূল ধারা সামান্যতম ব্যাহত হয় নি বরং প্রায় ৩০০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচযোগ্য করা সম্ভব হয়েছিল।

আর্য সভ্যতার মুখ্য ধারায় বাস্তুজ্ঞানবিষয়ক সচেতনতা ছিল এক উর্বর সভ্যতার সর্বাত্মক বিকাশ। সংস্কৃত শব্দ ' অরণ্যানী অর্থাৎ অরণ্যের রাণী',আর্য সভ্যতায় যাঁকে দেবী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। বৈদিক পর্যালোচনায় বারংবার অরণ্যানী মহিমান্বিত করে কখনও বলা হয়েছে শক্তির উৎস, আবার কখনো উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজগতের পরিত্রাতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ঋকবেদে বৃক্ষ কে 'বনস্পতি' হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হাজারো শাখা প্রশাখায় অরণ্যের এই বৃক্ষরাজ কে পূজা করলে সমগ্র সৃষ্টির পূজা সাধিত হয়।' সেই কারণেই হিন্দু শাস্ত্রে যে কোন পূজাপার্বণ অথবা ধর্মীয় আচার আচরণের মুখ্য উপাচারে থাকে বৃক্ষ।

বৃক্ষ শুধুমাত্র হিন্দুদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের আঙ্গিক ছিল না, একধিক ধর্মীয় আচার আচরনে বিস্তৃত ছিল। বটবৃক্ষকে কল্পতরু হিসাবে মাণ্যতা দেওয়া হতো। অনেক রাজ্যে নারকেল গাছকেও কল্পতরু হিসাবে দেখা হয়। ডুমুর গাছকে ব্রহ্মার বাসস্থান হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। আদিবাসী এবং জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মহুয়া গাছ, মরুভূমিতে শামি গাছ, উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে চিউর গাছ, উত্তরাখন্ডের যোশিমঠে তুঁত গাছ, এমন অনেক গাছকে স্থানীয় বাসিন্দারা কল্পতরু হিসাবে মান্যতা দিয়ে থাকেন।

অথর্ববেদ মুখ্যত ওষধি বিষয়ক জ্ঞান সমন্বিত বিধান দ্বারা পুষ্ট যেখানে রোগ নিরাময়ের যাবতীয় ভেষজের উৎস হল প্রকৃতি। এই বেদে প্রধানত পাঁচটি উদ্ভিদ, গাঁজা, তুলসী, চন্দন, জুঁই এবং নিমকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও অথর্ব বেদে আরো বহু উদ্ভিদজাত ফল, ফুল, পাতা, গাছের ছাল, কান্ড শিকড়ের অজস্র গুণাগুণের বর্ণনা আছে।

প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপযোগিতা শুধুমাত্র বৈদিক আচার আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সে যুগে সুশাসন এবং রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও পরিবেশ বান্ধব ভাবনাচিন্তা অর্থনীতির আঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্যের পরামর্শ ছিল 'অভয়ারণ্য বা অভয়াবন' নির্মানের পক্ষে। যেখানে বৃক্ষ এবং পশুরা নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারে। এই অঞ্চলের যাবতীয় দায়িত্বভার থাকবে বন অধীক্ষকের দায়িত্বে। এমনকি অভয়ারণ্যের বৃক্ষ এবং পশুপাখিদের যে কোনও ক্ষতিসাধনের জন্য কঠোর সাজারও সংস্থান ছিল।

যজুর্বেদের ৬/২২ এ আছে, 'ওওম মাপো মৌষধীর্হংসীর্ধান্মো ধান্মো রাজোঁস্তুতো বরুন নো মুঞ।/যদাহুরঘ্নাংইয়ি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ।/ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াশ্চ স্তস্মৌ সন্তু যৌস্মান দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।।' অর্থাৎ, হে প্রজাগণের প্রতিপালক, জলকে কখনও দূষিত করো না, বৃক্ষ এবং বনভূমি কখনও ধ্বংস করো না ।পানীয় এবং পুষ্টিবর্ধক উপাদানসমূহ সর্বদা সর্বত্র সহজলভ্য হউক। হে ন্যায়ের প্রতিপালক! পানীয়, বৃক্ষ এবং বনভূমি এবং গাভীসমূহ পবিত্র। তাহাদেরকে নষ্ট কোরো না। আমরা সকলে ইহাতে কৃত সংকল্প হইতেছি, তুমিও সেইরূপ হও। তোমার অনুগ্রহে পানীয় এবং বৃক্ষসমূহ আমাদের মিত্রের ন্যায় সুখদায়ক হউক। কিন্তু যাহারা আমাদের উপর আঘাত হানে এবং আমাদের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে সেই সকল শত্রুদের নিকট বৃক্ষ এবং জল শত্রুবৎ প্রকটিত হউক।

প্রাচীন ভারত সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ছিল কৃষিনির্ভর, ফলে স্বভাবতই দৈনন্দিন জীবনযাপনের মূল ধারায় যুক্ত হয়েছিল প্রকৃতি এবং পরিবেশের সাথে গভীর একাত্মতা। জীবন জীবিকার সুরক্ষা এবং উন্নতমানের জীবন যাত্রার পক্ষে প্রকৃতি এবং পরিবেশের যাবতীয় অনুসঙ্গ একসময় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক আইন (ঈবৎসায়ন ১৯৯৫২২৭) এর অঙ্গ হিসেবে বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ এং উদ্ভিজ্জ যেমন, বট, অশ্বত্থ, বেল, নিম, শাল, কলাগাছ ইত্যাদি ঈশ্বরিক আরাধনার মূল উপাদান হয়ে ওঠে। পাহাড় পর্বত থেকে নদ নদী উপনদীকে দেবদেবীর রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়। সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, নর্মদা, তাপ্তি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, এমন একাধিক নদী হিন্দুদের কাছে দেবীর মর্যাদায় পূজিত হয়। মহাভারতে 'গিরি গোবর্ধন' এর উল্লেখ অথবা উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত কৈলাশকে স্বয়ং মহদেব এবং তাঁর পরিবারের বাসস্থান হিসাবে কল্পনা করা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সেই মূল আঙ্গিক পরিবেশ সচেতনতা আজকের প্রজন্মের কাছে ভাবনার বিষয়বস্তু নয়। অরণ্যনিধনে ব্যস্ত আধুনিক সভ্যতা নগরায়ন পত্তনে ব্যস্ত। একদিকে বৃক্ষ কেটে জলাশয় বুজিয়ে তৈরী হচ্ছে আকাশছোঁয়া বহুতল, অন্যদিকে তারই ব্যালকনি আর ড্রইংরুমে প্লাস্টিকের টবে চলছে বৃক্ষরোপন। বনাঞ্চল এখন পরিবেশের অঙ্গ নয় বরং অর্থনীতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপন্ন সভ্যতার গলায় কবিগুরুর আর্তনাদ, হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, /দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি...।'

সৌর ঝড়ের কবলে পৃথিবী

অনুভব বেরা

সম্প্রতি প্রবল শক্তিশালী সৌর ঝড় আছড়ে পড়ায় ব্রিটেন, রাশিয়া শহর বিভিন্ন দেশে এমনকি ভারতের লাদাখের আকাশে দেখা দিল মেরুপ্রভা (অরোরা)। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কেউ যেন সারা রাত ধরে আকাশের গায়ে বিভিন্ন রকম আলোর রং দিয়ে খেলা করছে। সম্প্রতি ঘটা (১১ থেকে ১৪ মে) এই সৌরঝড় (সোলার ফ্লেয়ার) নিয়ে আমজনতার মধ্যে তৈরি হয়েছে আগ্রহ ।তার সঙ্গে জুড়েছে আতঙ্ক ও কুসংস্কার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে আজও অনেকে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সৌরঝড় কি তার নতুন সংযোজন?

সৌরঝড় হয় সূর্যের অতি সক্রিয়তার জন্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গেছে ১১ বছর পর পর সূর্য একটু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সূর্য অতি সক্রিয় হচ্ছে বোঝা যায় সৌরকলঙ্ক বাড়ছে দেখে। সূর্যের ফটোস্পেয়ারে দেখা যায় সৌর কলঙ্ক। ১৬১০ সালে টেলিস্কোপ দিয়ে অস্তগামী সূর্য দেখে সৌর কলঙ্কের কথা জেনে ছিলেন গ্যালিলিও। আরো নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করে ছিলেন ১৬১২ সালে। সৌর কলঙ্ক আদতে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ। বিজ্ঞানীদের মতে ওখানকার তাপমাত্রা কম থাকায় কালো দেখায়। সূর্যের আলোক মন্ডলের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, যেখানে সৌর কলঙ্কের তাপমাত্রা মোটামুটি ৪০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো। পৃথিবীর মতো সূর্যেরও চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। সৌরকলঙ্কের জায়গায় চৌম্বক চাপ বেশি হয়। ১০/৯/২০২১ এর হিসেব অনুযায়ী সূর্যের ১২৪টি সানস্পট বা সৌরক কলঙ্ক ছিল (এই সংখ্যা বাড়ে আর ধীরে ধীরে কমতেও থাকে)। সৌর কলঙ্কের কাছে সূর্যের প্লাজমা অবস্থায় থাকা বস্তুর সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে প্লাজমা বিস্ফোরিত হয়। ফলে সৌর ঝলকের আকারে প্লাজমা উদগীরণ হয়। এই সৌর উদগীরণে প্লাজমা আহিত কণা এবং নানা শক্তির রশ্মি (মাইক্রো তরঙ্গ, রেডিও তরঙ্গ, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি) মহাশূন্যে ধেয়ে আসে। পৃথিবীর দিকে উদগীরণ হলে তারা আসে পৃথিবীতে। সূর্য ঝলকের কণা ও রশ্মি পৃথিবীতে এসে আঘাত করলে তৈরি হয় চৌম্বক ঝড়। তখন পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র তার আবহমন্ডলে আসা বেশিরভাগ কণাকে আটকে দেয়। কিন্তু মেরু অঞ্চলে চুম্বক বলরেখা কম থাকায় সেখানে বায়ুকে আয়নিত করে তথা মেরুজ্যোতি

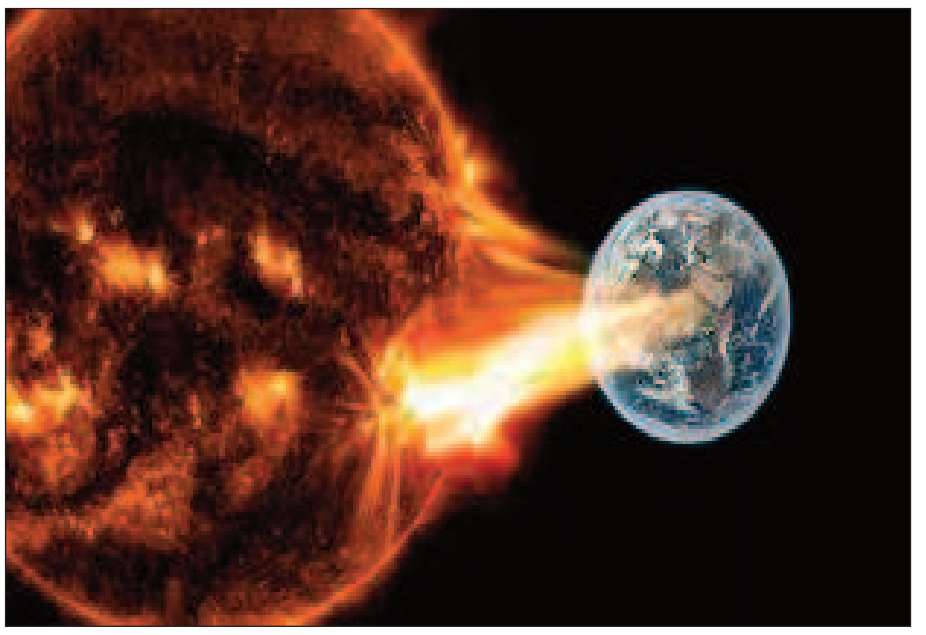

তৈরিতে ভূমিকা নেয়। সূর্যের সক্রিয় অবস্থাতেই অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দান লাইট (উত্তর গোলার্ধে) এবং অরোরা অস্ট্রেয়ালিস (দক্ষিণ গোলার্ধে) দেখতে পাওয়া যায়। এটা কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। অনেকক্ষেত্রে পৃথিবীর দিকে সৌর ঝড় যদি অতি প্রবল শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয় (করোনাল মাস ইজেকশন) তখন মরুপ্রভার সাথে অন্যান্য কুপ্রভাব পড়ে পৃথিবীতে। যেমন, নিচু কম্পাঙ্কের রেডিও সম্প্রসারণ বাধা প্রাপ্ত হওয়া, বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবস্থায় ক্ষতি, পৃথিবীর চুম্বক মন্ডলের আবরণীর বাইরে থাকা উপগ্রহগুলির ক্ষতি, উপগ্রহগুলো বেশি পৃথিবীর দিকে আকর্ষিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ২০০৩ সালে সৌর ঝড়ের প্রভাবে সুইডেনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার 'পাওয়ার ট্রান্সফরমার' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বড় সৌরঝড় হয়েছিল কানাড়ার কুইবেক প্রদেশে টানা ৯ ঘন্টা নিস্প্রদীপ হয় ঐ অঞ্চল। সৌরঝড়ে সবচেয়ে মারাত্মক কুপ্রভাব পড়ে ইন্টারনেট পরিষেবার উপর। বিভিন্ন সময় এই ঝড়ের প্রভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় কি অবস্থা তৈরি হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিশ্ব। মে মাসের এই সৌর ঝড় বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এই পরিস্থিতিতে এনওএএ (ন্যাশনাল ওশেনিক এন্ড অ্যাটমোসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউএসএ) পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যাপারে সতর্ক করেছিল।

সৌর ঝড়ে কি গ্রিন হাউজ প্রভাব বাড়তে পারে? এই ঝড় মানুষ সহ জীবজন্তু গাছপালার উপর কি প্রভাব ফেলতে পারে? সৌর ঝড়ের কি পূর্বাভাস সম্ভব? এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। এতে মানুষের কৌতূহল নিরসন হবে সাথে সাথে আতঙ্কও দূর হবে। সৌর ঝড়ের ছবি 'নাসা' ও 'আদিত্য -১' এর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ছবিগুলির বিশ্লেষণ চলছে। আশা করা যায় এই বিশ্লেষণে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে সৌর ঝড় যদি আমাদের দিকে ধেয়ে আসে তা জানতে পারব আমরা ১২-১৩ ঘন্টা আগে। কিন্তু করণীয় কিছুই থাকবে না হাতে। যা ঘটার ঘটবে, আর আমাদের তা মেনে নিতে হবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটের ভাণ্ডারে দিদির লক্ষ্মীলাভ

ভোট মাঠে দিলীপকে ক্লিন বোল্ড ‘বহিরাগত’ কীর্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের মাঠে খেলতে নেমে দুঁদে রাজনৈতিক খেলোয়াড় দিলীপ ঘোষকে ক্লিন বোল্ড করে দিলেন তৃণমূলের ‘বহিরাগত’ কীর্তি আজাদ। বাংলায় এসে প্রথমবার নতুন পিচে নেমে রীতিমতো চার ছয় মেরে দিলীপ ঘোষকে উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোট গণনার শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার গণনাকেন্দ্রের সামনে। গণনার শুরুতে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এগিয়ে থাকলেও তার কয়েক ঘণ্টা পরেই বদলে যায় চিত্র। পরে কীর্তি আজাদ এগিয়ে গেলেও তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেননি বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পরে শেষ মুহূর্তে কেন্দ্র বদল করে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী করা হয় দিলীপ ঘোষকে। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার বেলাগাম ও অশালীন মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান দিলীপ ঘোষ। বারবার দল থেকে তাঁকে সাবধান করা হলেও দিলীপ ঘোষ ছিলেন নিজের মেজাজেই। তবেবিরোধী দলগুলিও সংগঠক হিসেবে দিলীপ ঘোষের প্রশংসা করেছেন বহুবার। আর সেই দিলীপ ঘোষের অস্তিত্ব বর্তমানে সংকটের মুখে। রাজনৈতিক মহলের মতামত, দিলীপ ঘোষকে নিজের দল বিজেপি-ই কোণঠাসা করতে করতে কার্যত খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল তাঁকে। মঙ্গলবার ভোটগণনার পর দেখা যায়, কীর্তি আজাদের কাছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৬৪ ভোটে হেরে গিয়েছেন তিনি।

গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে ৩ থেকে ৭৭ আসনের বিজেপির সংখ্যা আসলেও আচমকা রাজ্য বিজেপির পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার বদলে তাঁকে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংগঠনের নামে নামমাত্র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করে রাখে। রাজ্য বিজেপিতে দিলীপ ঘোষের বিরোধী গোষ্ঠীর চাপে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিলীপকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন বলে জল্পনা শুরু হয়। সেই সময় দলের সিদ্ধান্ত মেনে দিলীপ ঘোষ কার্যত নীরব থাকেন।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়সড় খাঁড়া নেমে আসে দিলীপ ঘোষের ওপর। গত ২০১৯ সালে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে আশি হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। দিলীপ ঘোষের জয় করা আসন বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাতারাতি দিলীপ ঘোষকে তুলে এনে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে প্রার্থী করা হয়। দলের বিরুদ্ধে কোনও রকম ক্ষোভ না জানিয়ে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন তিনি। যে কেন্দ্রটি তাঁর কাছে একেবারে অচেনা সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার পর এই বিষয়ে বারবার বলেছিলেন, যার দম আছে সে যে কোনও কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে জিততে পারে। অচেনা জায়গায় নতুন করে নিজের জমি তৈরি করতে বর্ধমান এবং দুর্গাপুর এলাকা রীতিমতো কামড়ে ধরে পড়ে থেকেছেন দিনরাত।

কোথাও প্রাতর্ভ্রমণের ফাঁকে চা চক্রে যোগ দিয়ে বাজারঘাটে মানুষের সঙ্গে কথা বলা, আবার কোথাও তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে মাঠে ব্যাট বল নিয়ে ক্রিকেট খেলতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও রকম খামতি না রাখলেও দিলীপ ঘোষকে নিয়ে দলের নেতাকর্মীদের বারবার প্রায় একই জায়গায় ঘোরাতে দেখা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দিলীপ ঘোষের জয় নিয়ে যখন সংশয় দেখা দিতে শুরু করে, তখন তিনি দাবি করেন, কম সময়ে হঠাৎ করে লড়তে হয়েছে, বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার মনে হয় চমক অপেক্ষা করছে।

দিলীপ ঘোষের হারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরাজয়ের জন্য বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বকেই দায়ী করেছেন দলের একাংশ। যে দিলীপ ঘোষ একহাতে রাজ্যে বিজেপিকে তুলে এনে দাঁড় করিয়েছেন তার প্রতি এমন কাম্য নয় বলে মনে করেছেন অনেকেই। দিলীপ ঘোষের সম্পর্কে জানা যায় আটের দশকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর সংঘের কার্যকর্তা হিসাবে। ২০১৪ সালে প্রথমবার সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখেন দিলীপ ঘোষ। আরএসএসসের থেকে তুলে এনে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে নামায় বিজেপি। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সম্পাদক নিয়োগ করা হয় তাঁকে। পরে ২০১৫ সালে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে ভর করে রাজ্যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বিজেপি। কিন্তু যে ভাবে ক্রমশ কোণঠাসা করা হচ্ছিল দিলীপকে, তা বিজেপির অন্দরেই অনেকে ভালো ভাবে গ্রহণ করেননি। যার ফলস্বরূপ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ী সিটে প্রার্থী হয়েও তাঁকে হারতে হল।

মঙ্গলবার জয়ের পর সংবাদ মাধ্যমের কাছে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী কীর্তি আজাদ দাবি করেন, খেলাধুলোর বিষয়ে যেখানে উন্নয়ন করার প্রয়োজন সেখানে তিনি উন্নয়ন করবেন। বিশ্বকাপ জেতার সময় খেলার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দিয়েছিলেন তিনি। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছে। সেটি হল তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের কাজ করে মানুষের মন জয় করা। এই দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। এদিন জয়ের পর বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত মানুষদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রটি ফের তৃণমূলের দখলে ফিরে এল। বিজেপির তারকা প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে শেষ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৯৯ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে বিজয়ী হলেন বিশ্বকাপ জয়ী তৃণমূলের ক্রিকেটার প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

আসানসোলে বাজিমাত বিহারীবাবুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বাংলায় তৃণমূলের জয়জয়কার, রাজ্যজুড়ে উড়ছে সবুজ ঝড়। রাজ্যের মানুষ শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। লক্ষ্মীর ভান্ডারই তৃণমূলের ভোট ভান্ডার ভরিয়ে দিয়েছে রাজ্যে। ব্যর্থ হয়েছে বিরোধী দলের তোলা নানান ইস্যু। আসানসোল কেন্দ্রে বিগত লোকসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান এবার অনেকটাই কমল বটে, তবে আসানসোল আসনটি নিজেদের দখলেই রাখতে সক্ষম হল তৃণমূল কংগ্রেস।

২০২২ সালে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে ৩ লক্ষের বেশি ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে আসানসোল তৃণমূলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বিহারীবাবু শত্রুঘ্ন সিনহা। এবারও তাঁকেই আসানসোল কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত তিনিই জিতলেন, তবে ব্যবধান অনেকটাই কমে গেল। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে পরাজিত করলেন তৃণমূল প্রার্থী বিহারীবাবু। এবার আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে ত্রিমুখী লড়াই ছিল। শেষ হাসি হাসলেন বলিউডি অভিনেতা তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। ৬৩ হাজার ভোটে জয়ী হলেন তিনি।

শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, ‘বুথ ফেরত সমীক্ষা যে ভুল, তা প্রমাণ হয়েছে। এনডিএ চলে যাবে। ইন্ডিয়া জোটই এগিয়ে আসবে। এই জয় আসানসোলের জনতার জয়, এই জয় আমাদের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের জয়, টিএমসির সব কর্মকর্তাদের জয়। সবথেকে বেশি হয় মমতাজির ব্যক্তিত্বর জাদু, যা লোকের মতে আছে।’

অণ্ডাল পুলিশের জালে ধৃত ভুয়ো সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দীর্ঘ দিন ধরে এলাকায় সিভিক ভলেন্টিয়ার সেজে নানান ভাবে নানান লোককে প্রতারণা সহ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মদনপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অণ্ডালের পলাশবোন কালীমন্দির এলাকার বাসিন্দা, বর্তমানে বক্তা নগরের চকরামবাটি এলাকায় বসবাসকারী অরিন্দম চক্রবর্তী নামে বছর পঁচিশের যুবক মঙ্গলবার চকরামবাটি ব্রিজের কাছে অণ্ডাল পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। আদালতের কাছে ধৃতর পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাঁকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল এলাকায় এক যুবক ভুয়ো সিভিক ভলেন্টিয়ার সেজে নানান কীর্তিকলাপ করছেন। পুলিশ যুবককে হাতেনাতে ধরার জন্য ওৎ পেতেছিল। একেবারে সিভিক ভলেন্টিয়ার পোশাক পরা যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কেন এ ভাবে সিভিক ভলেন্টিয়ার সেজে প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছিলেন যুবক, তাঁর এই ভুয়ো সিভিক ভলেন্টিয়া সাজার পিছনে কী কারণ রয়েছে? তাঁর সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা সব বিষয়ে জানতে তদন্ত শুরু করেছে। আদালতের পথে নিয়ে যাওয়ার মুখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুবক নিজেই স্বীকার করেন তিনি, সিভিক ভলেন্টিয়ার নন। এভাবে ভুয়ো সিভিক ভলেন্টিয়ার ধরা পড়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বিড়ম্বনায় পুলিশ তথা কর্মরত আসল সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

‘কল্যাণ’ই হল শ্রীরামপুরের, নয়া ইতিহাস ‘রচনা’ হুগলিতে

বনস্পতি দে ● হুগলি

হুগলিতে নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল তৃণমূল ঝড়ে ধূলিস্যাৎ বিজেপি ও কংগ্রেস-বাম জোট।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রেও ‘দিদি নম্বর ওয়ান’ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। লকেটকে ধরাশায়ী করে ৫৫ হাজার ভোটে জিতলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির লকেট। রচনা বলেন, ‘সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, তাঁদের পাশে আমি আছি, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের ফল এটা।’

মঙ্গলবার সকাল থেকে হুগলিতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র, হুগলি লোকসভা কেন্দ্র ও আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল গণনাকেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলির এজেন্টদের উপস্থিতিতে গণনা শুরু হয়। বেলা যত বাড়তে থাকে তত উত্তেজনা বাড়তে থাকে কর্মীদের মধ্যে। শ্রীরামপুরের ভোটগণনা হয় শ্রীরামপুর কলেজে, তিন প্রার্থী গণনাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন, গণনা শেষে দেখা যায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বোসকে এক লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৫০ ভোটে পরাজিত করেন। তৃতীয় স্থান পায় কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফল জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। তবে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোড়া বলেছিলেন তিনি জিতবেন।

তিনি বলেছিলেন, দেড় লক্ষ ভোটে জিতবেন কিন্তু মার্জিন এবার অনেক বেশি হওয়ায় কল্যাণবাবু খুব খুশি। কল্যাণবাবু বলেন, ‘আমি প্রথম থেকেই বলেছি দেড় লক্ষ ভোটে জিতব, যাক বেশি হয়েছে ভালোই হল। আমি সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, তারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন করেছেন, লক্ষীর ভান্ডার কাজ করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সংসদ এলাকার সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ভাই বোনদের আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক উন্নয়ন করবেন। আমি সাধারণ মানুষের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। মুখ্যমন্ত্রীও সাধারণ মানুষের পাশে আছেন।’

গণনার পরে হাজার হাজার সমর্থক গণনাকেন্দ্রের সামনে হাজির হন। সমর্থকদের উল্লাস ছিল দেখার মতো। তাঁরা কল্যাণবাবুর গলায় মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানালেন আবিরও খেললেন। গণনাকেন্দ্র থেকে হাফ কিলোমিটার কল্যাণবাবু হেঁটে আসলেন সমর্থকদের সঙ্গে। গণনাকেন্দ্রের সামনে সিপিএম প্রার্থীকে দেখে তৃণমূল কর্মীরা, জয় বাংলা বলতে থাকেন। সিপিএম প্রার্থী বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যা ভালো বুঝেছে করেছে আমরা আরও চেষ্টা করে যাব আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে আমরা আছি।’ এইসঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা সিপিএম প্রার্থীকে কুর্নিশ জানান, স্যালুট জানিয়ে বলেন, ‘আপনি খুব ভালো।’

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮ এবং ০৩৩ -৬৬৫৫৭৬১৩, মোবাইল নং - ৭৯৮০৯২০২৫৩/৯৩০৪১৮৩১৮৪
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**, এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারগিণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. ঋণগ্রহীতা - শ্রী শুভ অধিকারী সহ-ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি অপর্ণা অধিকারি ২. ১০২৩৬৭৫১০০০০৩৫৩৭ ১০২৩৬৭৫১০০০০৩৫৪৪	১. ১২.০২.২০২৪ ২. ০৩.০৬.২০২৪ ৩. ১১,২৩,০১০.২৭ টাকা (এগার লাখ তেইশ হাজার দশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা)	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-৫৭৭৬/২০১৩ রেজিস্ট্রিকৃত ২০.১১.২০১৩ তারিখে, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২/ডি তৃতীয়তলে, পরিমাণ ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবনের নাম ‘‘পার্ক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট’’ নির্মিত জমির পরিমাণ ০৭ কাঠা ১৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর চন্দননগর, জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ০৯, আরএস খতিয়ান নং ৭৫২, এলআর দাগ নং ২৮, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৮১/১০ কোদালিয়া নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চুঁচুড়া, এডিএসআর চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি নিম্নমতো : উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২/এ এবং পরিবর্তীতে ২০ ফুট পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : খোলা জায়গা এবং পরবর্তীতে জি টি রোড, পশ্চিমে : মালিকের জমি। জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত পাকা সড়ক, পূর্বে : ৩০ ফুট চওড়া জি টি রোড, পশ্চিমে : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষের সম্পত্তি।
২	১. ঋণগ্রহীতা - শ্রীমতি সুনীতা সিং ২. ০৩৫৯৬৭৫১০০০১৭৪০৮ ০৩৫৯৬৭৫১০০০১৭৪১৭	১. ০৩.০২.২০২৪ ২. ০৩.০৬.২০২৪ ৩. ১৬,৩৩,৬৯৪ টাকা (যোলো লাখ তেত্রিশ হাজার ছশো চুরানব্বই টাকা)	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-৩৮৫৯/২০১৯ (১-০৫১৩-০৩৮৫৯/২০১৯) নথিভুক্ত ১৬.০৭.২০১৯, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) ফ্ল্যাট নং ৩০২ চতুর্থ তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে , ২ বেড রুম,১ হল, ১ কিচেন, এবং ১ টয়লেট, নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৪৩ বর্গ ফুট কমবেশি মৌজা : শিবপুর, সিট নং ৬০, জেএল নং ১, এলআর খতিয়ান নং ১৮৮, এলআর দাগ নং ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ এবং ৭৫ , হোল্ডিং নং ৩৬, অতীন্দ্র মুখার্জি লেন, থানা : শিবপুর, ওয়ার্ড নং ৩০ স্থানীয় হাওড়া পৌরসংস্থা অধীন, জেলা : হাওড়া, চৌহদ্দি : উত্তরে : অতীন্দ্র মুখার্জি লেন,দক্ষিণে : ১২, রসিক লাল ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : ১৩, রসিক লাল ব্যানার্জি লেন, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
৩	১. ঋণগ্রহীতা - শ্রী সুরেশ গুপ্তা ২. ১১৭০৬৭৫১০০০০৪৫১০ ১১৭০৬৭৫১০০০০৪৭৪৯	১. ০৩.০২.২০২৪ ২. ০৩.০৬.২০২৪ ৩. ২২,২৬,৫১৫ টাকা (বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ পনের টাকা)	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-০০০৮২/২০২০ (১-০৫১৩-০০০৮২/২০২০) রেজিস্ট্রিকৃত ০৭.০১.২০২০ তারিখে, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর, নং জি-৩, একতলায় পরিমাণ ৫১৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত মৌজা : ব্যাঁটরা, আরএস দাগ নং ১১, এলআর দাগ নং ১১১, আরএস খতিয়ান নং ৫০ এবং এলআর খতিয়ান নং ৩০০, জেএল নং ১, হাওড়া পৌর সংস্থার অধীন হোল্ডিং নং ১৭/১, শরৎ দত্ত লেন, পো : কদমতলা, থানা : ব্যাঁটরা, ওয়ার্ড নং ২২, ডিএসআর এবং এডিএসআর অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা হাওড়া, পিন : ৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে : শরৎ দত্ত লেন, দক্ষিণে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ১৮, শরৎ দত্ত লেন, পূর্বে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ১৯ এবং ২০, শরৎ দত্ত লেন, পশ্চিমে : সম্পত্তি হোল্ডিং নং ১৭(অংশ), শরৎ দত্ত লেন।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর - ২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

সংযোজনী

সংশ্লিষ্ট বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (ইংরেজি) এবং একদিন (বাংলা) সংবাদপত্রের ৩০.০৫.২০২৪ সংস্করণে ‘‘বিক্রয়ের নোটিশের তথ্যাদি’’ সম্পর্কিত আমাদের বিজ্ঞাপনের নিম্নোক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে-

নোটিশের শেষ অনুচ্ছেদে ‘‘অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত উক্ত সম্পত্তি https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে ই-নিলাম অধীনে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে উপলব্ধ সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন’’ বলে আপনাদের অবগতির জন্য অনুরোধের বিষয়টি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ মতে পরিবর্তন করা হয়েছে -

‘‘ অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত সম্পত্তি https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট তারিখে ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট একই সংবাদপত্রগুলিতে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ দ্বারা বিজ্ঞাপন মারফত অবগত করা হবে।

আরও, অনুগ্রহ করে গুরুত্ব সহকারে অবগত হোন যে, ২০০২ সলের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের পর, যা সংবাদপত্রে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের পূর্ব মতে তারিখে হতে হবে।’’

নোটিশের অন্যান্য সকল বিষয়/নিয়ম এবং শর্তাদি/বিস্তারিত অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং : ওএ/২৩৬/২০১৯
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন

এক্স. নং : ২০৪১
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
প্রদীপ কুমার দাস

প্রতি
(১) প্রদীপ কুমার দাস
পিতা শ্রী তীর্থঙ্কর দাস
১/১১ বি, রাজেন্দ্র প্রসাদ কলোনি, যাদবপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৩
(১) শ্রী সুরজ কুমার শাউ
২৪/সি ডি এইচ রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৩

সমন

যেহেতু, ওএ/২৩৬/২০১৯, ০২.০২.২০২১ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিশ জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **১৭৬৭৩৫৮ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।

আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-

(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;

(খ) আপনাদের ক্রম নং ৩এ মূল আবেদনের নির্দিষ্ট সম্পদ এবং সম্পত্তি অতিরিক্তে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পদের বিবরণ দাখিল

(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,

(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।

(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।

আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **১১.০৬.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৯.০২.২০২৩।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল - ৩

hindware
home innovation limited

হিন্ডওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
(পূর্বে সোমানি হোম ইনোভেশন লিমিটেড হিসাবে পরিচিত)
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪
ইমেল: investors@shilgroup.com;
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

কোম্পানির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে অনুসরন এবং সম্মতি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর সাথে ধারা ১১০ এর বিধান (‘‘অ্যাক্ট’’), বিধি ২২ এবং কোম্পানির ২০ বিধি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, এবং অন্য কোন প্রযোজ্য বিধান আইন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (‘‘এমসিএ সার্কুলারস’’), সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘‘লিস্টিং রেগুলেশনস’’) এবং সেক্রেটারিয়াল ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড ভারতের সচিব (আইসিএসআই), এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ বা আপাতত বলবৎ এর পুনঃপ্রণয়ন, কোম্পানি সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য বিশেষ বিষয়গুলি সাধারণ/বিশেষ প্রস্তাব হিসেবে যা ২৮ মে, ২০২৪ তারিখের (‘‘নোটিশ’’) পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে (যেমন ই-ভোটিং) শুধুমাত্র নিচে উল্লেখিত বিষয় :

আইটেম নং	বর্ণনা
১	সাধারণ রেজোলিউশনের মাধ্যমে **কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি এবং মেমোরেন্ডাম অফ ক্যাপিটাল ক্লজের ফলস্বরূপ সংশোধন কোম্পানির সমিতি হিসাবে**
	বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে
২	**শ্রী নন্দ গোপাল খৈতানকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে পুনঃনিযুক্ত করা**
৩	**শ্রী সলিল কুমার ভান্ডারীকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে পুনঃনিযুক্ত করা**
৪	**স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে শ্রী অশোক জয়পুরিয়ার পুনঃনিযুক্তি**

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

(ক) উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে মঙ্গলবার, ৪ জুন, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুক্রবার ৩১ মে, ২০২৪ (‘‘কাট-অফ তারিখ’’)পর্যন্ত কোম্পানির আরটিএ/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।

(খ) ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ৫ জুন, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে।

(গ) ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই, ২০২৪ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

(ঘ) ই-ভোটিং অধিকার শুধুমাত্র সকল সদস্যদের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন এমন যেকোন ব্যক্তি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।

(ঙ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য বিশদ নির্দেশাবলী নোটিশের নোটে দেওয়া আছে।

(চ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী প্রবীণ কুমার দ্রলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটদান ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

(ছ) এমসিএ-এর সার্কুলার অনুসারে, নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানো হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (‘সিডিএসএল’) এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।

(জ) যে সদস্যরা নোটিশ পাননি তারা mdpldc@yahoo.com-এ লিখতে পারেন এবং ইমেলের মাধ্যমে এটি পেতে পারেন বা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hindwarehomes.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com/ থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

(ঝ) ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর কাছে জানাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৪৩ নম্বরে কল করুন বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩ এ কল করুন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

(ঞ) বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com/ -এ পাওয়া যাচ্ছে।

(ট) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ শুক্রবার ৫ জুলাই ২০২৪ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
হিন্ডওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিনিয়র ভি.পি. গ্রুপ জেনারেল কাউন্সেল
মেম্বারশিপ নং : A16068

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ জুন ২০২৪

আরামবাগেও মোদি গ্যারেন্টিতে জল ঢাললেন তৃণমূলের মিতালি

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

সবুজ ঝড় অব্যাহত আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে। জয়ের ধারা বজায় রাখল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। অপরূপা পোদ্দারের পর আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে মিতালি বাগকে। সেই সরল গ্রাম বাংলার মেয়ে মিতালি গেরুয়া শিবিরকে পরাস্ত করে জয় ছিনিয়ে নিয়ে এল। আরামবাগ লোকসভা থেকে জয় পেলেন তিনি। আসলে মোদি গ্যারেন্টিতে জল ঢাললেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ। স্বপ্ন চূর্ণ হল বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগারের। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় তিরিশ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল মিতালি। এদিন সকাল থেকেই গণনায় মিতালি বাগ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে এগিয়েছেন। কখনই তিনি পিছিয়ে থাকেননি। তবে দুপুর পেরিয়ে রাতেও গণনাকেন্দ্রে 'লড়াই' চলছিল টানটান। তারপর রাতে মিতালিকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। তবে বিজেপির একাংশ, এমন শোচনীয় ফলের জন্য দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেও দায়ী করেছেন। এবার মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্ততায় ভোট দিয়েছিলেন, তাতেই প্রমাদ গুনেছিলেন ওই অংশের বিজেপি নেতাদের অনেকে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এটা বোঝা গেল, আরামবাগের মানুষ এখনও তৃণমূলের উপর ভরসা রেখেছে। আগামী দিনেও লড়াইয়ে সেই প্রেরণা দেবে তৃণমূল কর্মীদের। তবে গোঘাটের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে মিতালি বাগ ভোট প্রচারের অভিনবত্ব দেখিয়ে ছিলেন। গ্রামের মহিলাদের মন পেতে মুড়ি ভাজা থেকে শুরু করে কৃষক শ্রমিকদের মন পেতে ধান কেটেছেন। আবার গরিব মেহনতি মানুষের কর্মের প্রশংসা করে বেগুনি ও চপ ভেজেছেন ও ঘাস কেটেছেন। আবার গরুর গাড়িতে করে প্রচার করেছেন এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মাথায় করে হেঁটে মা বোনেদের মন জয় করেছেন। আর এই প্রচার কৌশল আরামবাগ লোকসভায় মোদি গ্যারেন্টিতে জল ঢাললেন মিতালি। প্রসঙ্গত এই আরামবাগ কেন্দ্র থেকেই ২০০৪ সালের নির্বাচনে সিপিএমের প্রয়াত অনিল বসু প্রায় ৬ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতে গোটা দেশে রেকর্ড করেছিলেন। এবারে সেই রেকর্ড ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ভাঙলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মিতালির ব্যবধাব অতটা না হলেও তাঁর জয়ে আনন্দিত আমজনতা। এই চর্চা করতে করতেই মঙ্গলবার তারকেশ্বরের এক ভোট কর্মী মৃত্যুঞ্জয় মাইতি কালীপুর গণনা কেন্দ্রের খোলা মাঠে বসে বলেন, সব হিসাব পাল্টে দিয়ে মিতালি বাগ জিতলেন। এটা কিন্তু অবাক করা কাণ্ড। বিগত লোকসভা ভোটে অপরূপা পোদ্দারে জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ১১০০। এবার ২০ রাউন্ড শেষে মিতালি বাগ জিতলেন ৬৩০৮ ভোটে। দু'হাত ভরে গ্রাম বাংলার মা বোনেরা ও সংখ্যালঘু মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। তবে পুরনো 'গড়' আরামবাগে সিপিএমের রক্তক্ষরণ অবশ্য অব্যাহত। তাদের ভোট কি তৃণমূলে গিয়েছে? সরাসরি উত্তর না দিয়ে আরামবাগের সিপিএমের এক নেতা বলেন, মানুষ কারও অধীনে নয়। স্বাধীনভাবে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছেন আমাদের দ্বারা তৃণমূল ও বিজেপির সন্ত্রাস প্রতিরোধ সম্ভব হবে না। তাই মানুষ সিপিএমকে ভোট দেয়নি। সবমিলিয়ে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রেও তৃণমূলের জয়জয়কার।

আশানুরূপ ফল না হলেও গেরুয়াতেই ভরসা রাখলেন বনগাঁবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আশানুরূপ ফল না হলেও গেরুয়াতেই ভরসা রাখলেন বনগাঁবাসী, জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। প্রায় ৭৩,৬৯৩ ভোটে জয়ী বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। আর এই জয়কে বিজেপির সাধারণ কর্মীদের জয় বলে জানালেন শান্তনু ঠাকুর। পাশাপাশি এই জয়ের পেছনে সিএএ কার্যকরী হওয়ার ঘটনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। এদিন প্রথম প্রতিক্রিয়ায় শান্তনু ঠাকুর জানান, আমি মানুষের কাছে ছিলাম, আছি, আগামী দিনে আরো বেশি করে থাকার চেষ্টা করব। আরও বেশি কাজ করার চেষ্টা করব। আমি কখনও উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করি না, করবও না। এটা আগামী দিনে আপনারা আরও বেশি করে দেখতে পারবেন আমি এই মাটির পুত্র আমি এখানকার মানুষের দাবি, চাহিদা দেখেছি। আর তাই সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করব। এই জয়ের ব্যাপারে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানান, ভোট প্রচারে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বলেছিলাম এটা তৃণমূলের বিদায় ঘণ্টা। আজ সেটা প্রমাণিত হল। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে শান্তনু ঠাকুরের জয় নিশ্চিত হতেই এদিন বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রের মূলগেটের সামনে বিজয় উৎসব পালন করতে দেখা গেল বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। আশানুরূপ ফলাফল না হওয়ায় কিছুটা নিরাশ হয়ে গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গেলেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কিছু মার্জিন ভোটে পরাজিত হয়েছি। তবে ফের আবার লড়াই হবে।

ফের চতুর্থবারের জন্য সাংসদ কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পরপর চারবার জয়ী হয়ে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্র থেকে রেকর্ড করলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে পাথেয় করে বারাসাত লোকসভা জুড়ে সেই উন্নয়নের সঠিক রূপায়ণ করায় তাকে চতুর্থবারের জন্য সাংসদ হিসেবে বেছে নিলেন বারাসাত লোকসভার মানুষ। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজ করে আগেই তিনি মানুষের মন জয় করেছিলেন। একের পর এক কাজ করে বারাসাত লোকসভার উন্নয়নের কারিগর হিসেবে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। এবারও সেই উন্নয়নের কারিগরিকে গত বছরের থেকে বেশি ভোটে জয়ী করে দিল্লিতে পাঠালেন সাধারণ মানুষ। বিরোধীদের একের পর এক কুৎসা, অপপ্রচারকে দূরে সরিয়ে কাকলি এলাকার উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। গত ৫ বছরের সাংসদ কোটার টাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব পুস্তিকা আকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ করে তিনি মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। নিজের উপার্জিত অর্থে এমপি স্কলারশিপ দিয়ে দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াতে উৎসাহ দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এই সব ব্যতিক্রমী কাজের কারণেই তিনি বিজেপি প্রার্থীকে ১,০৭,২৯২ (শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী) ভোটে সহজে পরাস্ত করে চতুর্থ বারের জন্য সাংসদ হলেন। কাকলি বলেন, এই জয় বারাসাত সংসদীয় এলাকার মানুষকে উৎসর্গ করলাম। বিজেপি যেভাবে কুৎসা, অপপ্রচার চালিয়েছে কিছু সংবাদমাধ্যমে। তারই ফল বিজেপির এই ফল। মানুষ বিজেপির সঙ্গে নেই, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। কাকলির প্রাপ্ত ভোট- ৬,৫০, ৩১৩। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট- ৫,৪৩,০২১। তৃতীয় স্থান পেয়েছে আইএসএফ এর তাপস ব্যানার্জি, তার প্রাপ্ত ভোট- ১,১৬,২০৯, ভোট ব্যবধান- ১,০৭,২৯২।

মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র উদ্ধারের পাশাপাশি ঘাটাল কেন্দ্রেও তৃতীয়বারের জন্য জোড়া ফুল ফোটাল তৃণমূল কংগ্রেস। উনিশের নির্বাচনে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর কেন্দ্র দুটি বিজেপির কাছে হারাতে হয়েছিল শাসকদল তৃণমূলকে। এবার মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেকের চ্যালেঞ্জ ছিল এই দুটি আসনে ফের জোড়া ফুল ফোটানোর। অন্যদিকে, কেন্দ্র দুটি ধরে রাখতে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতারা সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুথ স্তরের সাংগঠনিক শক্তিকে তারা তেমন কোনো গুরুত্বই দেয়নি। যার ফলে দুটি কেন্দ্রেই ধরাশায়ী হতে হয়েছে বিজেপি প্রার্থীদের। মেদিনীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার কাছে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে হেরেছেন অগ্নিমিত্রা পল। আর ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেনের কাছে লক্ষাধিক ভোটে হারতে হয়েছে প্রণত টুডুকে। অন্যদিকে ঘাটাল কেন্দ্রে দেবের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছিল খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু হিরণ তৃণমূল প্রার্থী দেবের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেননি। প্রায় দেড় লক্ষ ভোটে হিরণকে পরাজিত করেছে দেব।

দক্ষিণ মালদায় বিপুল ভোটে জয়ী হলেন কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে অবশেষে গনি মিথ বজায় থাকল মালদায়। এবারের নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করলেন। কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৮ ভোটে পরাজিত করেছেন। শুধু কোতুয়ালি বা মালদা নয়, গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখলেন দক্ষিণ মালদার প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি। এমনকী অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে নিজের জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। অতীতে কোতুয়ালির কোনও কংগ্রেস প্রার্থী এত বিপুল ভোটে জয়ী হননি। কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি গণনার প্রথম থেকেই নিকটতম বিজেপি প্রার্থীকে পিছনে ফেলে অসংখ্য ভোটে এগিয়ে যান। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই নানান সমীক্ষায় উঠে আসছিল দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর ইশা খান চৌধুরির দিকে পাল্লা ভারীর বিষয়টি। শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তবায়িত হল। গোটা রাজ্যে একমাত্র দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে কংগ্রেস। এই জয়ের পরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল এবং বিজেপি দলের প্রার্থী বাছাই করা যে সঠিক হয়নি তা ভোটের ফলাফলে বুঝিয়ে দিয়েছে। মালদা জেলায় উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের ধারা বজায় রেখেছে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রথম বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ৭৪ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। বলতে গেলে গত লোকসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যবধান খানিকটা কমেছে বিজেপির।

এদিকে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরির বাবা আবু হাশেম খান চৌধুরি ওই কেন্দ্র থেকেই বিগত দিনে সাংসদ হিসেবে জয়ী হয়ে এসেছেন। অসুস্থতার কারণে এবারে আবু হাশেম খান চৌধুরি নির্বাচনে দাঁড়াননি। কিন্তু ছেলের মতো এত বিপুল ভোট পেয়ে কোনওদিন জয়ী হতে পারেননি আবু হাশেম খান চৌধুরি। পাশাপাশি প্রাক্তন প্রয়াত রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরিও মালদা থেকে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়ে এত বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়ে জয়ী হতে পারেননি। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের যে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রতেই একাধিক ভাবেই প্রথম থেকেই লিড পেয়েছে কংগ্রেস।

এদিন নির্বাচনে জয়ী ঘোষণা হওয়ার পর গণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি বলেন, আমার বাবা আবু হাশেম খান চৌধুরি এতদিন দক্ষিণ মালদার সাংসদ হয়ে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। জ্যেঠু গনি খান চৌধুরিও মানুষের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন। তাদের এই স্বপ্ন আমি অব্যাহত রাখতে চাই। মানুষ আমাকে যেভাবে বিপুল পরিমাণ ভোট দিয়ে জয়ী করেছে আমি তার প্রতিদান দিতে সর্বদা রাজি রয়েছি। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের ভালো ফলাফল নিয়েও খুশি প্রকাশ করেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরি।

বিরোধী চক্রান্ত বিফলে, বসিরহাটে সবুজ ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিরোধীদের চক্রান্ত সন্দেশখালি কোনও কাজেই এল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচুর ভোটে জয় পেলেন বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম এবং সন্দেশখালি থেকেও ব্যাপক সংখ্যার লিড পেল তৃণমূল কংগ্রেস। সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহের মিথ্যা জিগির তুলে রাজ্য তথা দেশীয় রাজনীতিতে তোলপাড় করেছিল বিজেপি ও বিরোধী দলগুলি। পরিকল্পিতভাবে নাটক করে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিল বিজেপি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির সেই অভিসন্ধি, ভিডিও ও অডিও আকারে প্রকাশ্যেও আসে। সন্দেশখালির মহিলাদের সম্মান নিতে বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতি যে বসিরিহাটের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি তার উত্তর মিলল এই ফলের মধ্যে দিয়ে। এক কথায় বলতে গেলে নারী নিগ্রহের এই মিথ্যা অপপ্রচারকে দুরমুশ করে বসিরহাট লোকসভা থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য জয় পেলেন হাজী শেখ নুরুল ইসলাম।

২০০৯ সালে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয় পেয়েছিলেন নুরুল ইসলাম। এবার তাকে দলের পক্ষ থেকে আবার প্রার্থী করা হয়। এবারও তিনি জয়ী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করলেন। এদিন নুরুল বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের একজন সৈনিক মাত্র। দল আমার উপর আস্থা রেখেছিল। দলের সকল স্তরের কর্মীদের একনিষ্ঠ কাজে এবং বসিরহাটের মানুষরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখায় এই জয় এসেছে। এই জয় আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলকে উৎসর্গ করলাম। অষ্টম দফা পর্যন্ত হাজী নুরুল তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির রেখা পাত্রের থেকে ১, ৯২,১৫৯ ভোট বেশি পেয়েছেন। হাজী নুরুলের প্রাপ্ত ভোট ৬,৪০, ৭৯৬। রেখা পাত্র, বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৩,৫০,১৯১। আখতার রহমান বিশ্বাস আইএসএফ এর প্রাপ্ত ভোট ১,০২,৪৯৩। ভোট ব্যবধান ২,৯০,৬০৫।

চিকিৎসকের কাছে হার কবিয়ালের, কবিগানেই গণনাকেন্দ্র ত্যাগ অসীমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারকে হারিয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫০ ভোটে জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থী শর্মিলা সরকার। গত ২০১৯ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী প্রাক্তন সাংসদ সুনীল কুমার মণ্ডল। সুনীল মণ্ডলকে সরিয়ে এবার তৃণমূলের প্রার্থী করা হয় পেশায় চিকিৎসক শর্মিলা সরকারকে। চিকিৎসক প্রার্থীর ওপর ভরসা রেখেছিল দল। মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোটগণনা শুরু হতেই ধাপে ধাপে প্রতি রাউন্ডে এগিয়ে যাচ্ছিলেন শর্মিলা সরকার। শর্মিলা সরকার ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৫০ ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে দেন। বিজেপির প্রার্থী অসীম সরকার ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৭২টি ভোট পান। এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাম প্রার্থী। সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রের আওতায়। যেগুলি হল রায়না, জামালপুর, কালনা, মেমারি, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর এবং কাটোয়া। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা।

গত ২০১৯ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী সুনীল কুমার মণ্ডল। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে দলের টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সুনীল মণ্ডল। সুনীল মণ্ডলকে সরিয়ে তৃণমূল প্রার্থী করে ডক্টর শর্মিলা সরকারকে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী করে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ কবিয়াল অসীম সরকারকে। পাশাপাশি এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী হন শিক্ষক সংগঠনের নেতা নীরব খাঁ। গত ১৩ মে এই কেন্দ্রে নির্বাচন হয়। মঙ্গলবার সেই নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। যেখানে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন ডক্টর শর্মিলা সরকার।

ডক্টর শর্মিলা সরকার জয়ী হওয়ার পর তিনি জানান, এই জয় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভোটদাতাদের এবং সাধারণ মানুষকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। চিকিৎসার মাধ্যমে যেমন তিনি মানুষকে এতদিন সেবা করেছেন, একই ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের কাজ করবেন।

এদিন ভোটগণনা শুরু হতেই শর্মিলা সরকার যখন জয়ের পথে নিয়ে চলেছেন, তখন রীতিমতো নিজের হার শিকার করে নেন অসীম সরকার। এদিন তিনি ভোটগণনা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি সম্প্রীতি বজায় রাখতে কবিগানের মাধ্যমে সকলের মন জয় করে কেন্দ্র ছাড়েন বিজেপি প্রার্থী।

অনুব্রত জেলবন্দি। তবে ভোটে অনুব্রতর ছবি দিয়ে প্রচার করেছিল তৃণমূল। ভোট গণনা শেষে বীরভূমের দুটি আসনে জয় পাওয়ার পর সিউড়িতে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রতর ছবিতে অনুব্রতের পায়ে সবুজ আবির দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রীরা।

বজ্রাঘাতে মৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার বিকেলে ভোটের ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের জয়জয়কারে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মাঝেই বাজল বিষাদের সুর। এদিন বিকেল চারটের পর থেকে হঠাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায়। আর এই ঝড়বৃষ্টিতেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক ইসিএল কর্মীর। আহত আরও দু'দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। মৃত ব্যক্তির নাম মুরুলি রায় (৫৯)। তিনি ইসিএলের বাংকলা এরিয়ার তিলাবনি কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। এদিনের বিকেলের প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন পাণ্ডবেশ্বরের শ্যামসুন্দরপুরের ঝরিয়াডাঙা এলাকার তিনজন। এক ব্যক্তিকে স্থানীয় ইসিএলের হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দু'জনকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ কুমার ঘোষ জানান, বজ্রপাতে তিনজন আহতের খবর শুনে তিনি ইসিএলের হাসপাতালে দেখার জন্য আসেন। তিনজনের মধ্যে মুরুলি রায় নামে বছর ৫৯ এর ব্যক্তিকে হাসপাতালে মৃত বলে ঘোষণা করে। একদিকে দলগুলির উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে এই মুহূর্তে মৃত ব্যক্তির পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া।

বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যজুড়ে যখন তৃণমূলের জয়জয়কার। মঙ্গলবার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই তৃণমূল প্রার্থীরা যখন জয়ের পথে, এই সময় বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ের নসরৎপুর এলাকার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। দলীয় কার্যালয়ে থাকা টিভি ও অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় নাদনঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সকাল থেকেই ভোটগণনা শুরু হতেই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা দলীয় কার্যালয়ে বসে তাঁরা ভোটগণনা দেখছিলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করতে তাঁরা দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে সকলেই নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বাড়িতে গিয়ে তাঁরা খবর পান তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালাচ্ছে। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ছুটে আসতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তাঁদের ওপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পালটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অনুব্রতহীন বীরভূম তৃণমূলের, জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে শেষ হাসি হাসলেন অসিত-শতাব্দী

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: অনুব্রতহীন বীরভূমে জয়ী তৃণমূল জেলা তৃণমূল নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সমন্বয় রেখে ফের জয়ের হাসি হাসলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় ও বোলপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল। টানা চারবার সাংসদ হয়ে এবারের জয় বীরভূমের মানুষকে উৎসর্গ করলেন শতাব্দী রায়। জিতব, আমি জিতব, আমরা জিতব, বীরভূম আছে দিদির সঙ্গে, জিতবে তৃণমূল, এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই শেষ হাসি হেসে শতাব্দী বলেন, নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেই একই কথা বলেছি জিতব এবং জয়ের ব্যবধান বাড়বে, এর নেপথ্য কারণ জানাতে গিয়ে শতাব্দী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ জেলা তৃণমূল কোর কমিটির তৎপরতা আর কর্মীদের সমবেত পরিশ্রমের ফল হল এই জয়।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে শতাব্দী রায় ভোট পেয়েছেন ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৪৭, বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬১৮ এবং বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ পেয়েছেন ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৪১টি ভোট। অন্যদিকে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল ভোট পেয়েছেন ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৩৩ টি ভোট, বিজেপির প্রিয়া সাহা পেয়েছেন ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৮০ টি ভোট এবং বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী সিপিএমের শ্যামলী প্রধান পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৩৮৩টি ভোট। অনুব্রতহীন বীরভূমে যখন বিরোধীরা একজন বেধে লড়াই করার সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছেন সেই সময় শতাব্দী রায় এবং অসিত মাল জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি কর্মীর সাথে সম্পর্ক রেখেছেন বুথ লেভেলের কর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছেন যার ফলে বীরভূমের দুটি আসনে আশানুরূপ ফল করেছে তৃণমূল। ১৫ বছর আগে মায়ের সঙ্গে করেই প্রথম দিন বীরভূমে এসে নমিনেশন করেছিলেন শতাব্দী রায়। বিগত লোকসভার দিনগুলিতে মাকে পাশে পেয়েছিলেন কিন্তু এবার মাতৃহারা শতাব্দী মায়ের ছবি বুকে আঁকড়েই জয়ের আনন্দ ভাগ করেছেন কর্মীদের সঙ্গে সিউড়ি রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ গণনা কেন্দ্রের বাইরে। জেতার পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে তাই এবার ভোটের প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের যে অভাব অভিযোগ তিনি শুনেছিলেন সেই সব অভাব অভিযোগ যতটা সম্ভব মেটানো যায় তার চেষ্টায় তিনি করবেন বলে জানান শতাব্দী।

তবে ফল ঘোষণার খবর শুনে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষোভ জানিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন 'মিডিয়ার রিভেঞ্জ নিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। তারাই এবার ভোটে খেটেছে তাই পশ্চিমবঙ্গে ভালো ফল করেছে। তৃণমূল সারা দেশের পাশাপাশি এই বাংলায় কিছু মিডিয়া যেভাবে ভোটের ফলাফল নিয়ে এক্সিট পোল ঘোষণা করেছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।' তাই তিনি মনে করেন 'সংবাদ চ্যানেলের অ্যাঙ্কারদের হাতজোড় করে বলা উচিত আমরা কিছু জানি না' কারণ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের ভোট ফলাফল তারা যা বলেছিল তা সব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এরপর শতাব্দীর সংযোজন 'রাষ্ট্রপতি মারা গেলে তিনদিন যেমন সব পালন করা হয়, এমনই তিন দিন চ্যানেল বন্ধ রাখা উচিত আর সাংবাদিকদের মাইনে ও কাটা উচিত' বলে মন্তব্য করেন শতাব্দী রায়।

ঘাটালে হ্যাট্রিক করলেন দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পরপর তিনবার জয় লাভ করে ঘাটালে হ্যাট্রিক করলেন দেব। এবার দেবের জয়ের রথ থামিয়ে দিতে বিজেপি প্রার্থী করেছিল হিরণকে। কিন্তু ঘাটাল হিরণকে দেড় লক্ষ্য ভোটের ব্যবধানে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রূপায়ণ না করার অভিযোগ রয়েছে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সেই মাস্টার প্ল্যান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন দেব। প্রতি বছরের প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় দেবকে এবার আরো বেশি ভোটে জয়ী করেছে ঘাটালের মানুষ। দেব ঘাটালেরই কেশপুরের ছেলে। সেই হিসেবে হিরণ ঘাটালের বাসিন্দা নয়। দেব যে কোনও বিষয়ে মেপে কথা বলেন। বিতর্কে জড়াতে পছন্দ করেন না। ঘাটালবাসী দেবের এই নমনীয়তার বিষয়টিকেও বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

ফল ঘোষণার পর সবুজ আবির মেখে দেব জানান, আমি আগেই বলেছিলাম এবার ভালো ফল হবে এবারের এই জয়ের পুরোপুরি কৃতিত্ব এখানকার নেতাকর্মীদের, আমার তেমন কোনও ভূমিকা নেই। ভোটের আগে বলেছিলাম ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা। এবার তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু সময়ের অপেক্ষা। ইডি, সিবিআই লাগানোর বিরুদ্ধে মানুষ জবাব দিয়েছে। এক্সিট পোলে তৃণমূলকে ছোট করে দেখিয়ে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ আসল রায় দিয়েছে ইভিএমে।

গড় পুনরুদ্ধার কংগ্রেসের আমেঠিতে হার স্মৃতির

আমেঠি, ৪ জুন: ২০১৯-এর দুঃস্বপ্ন কাটল ২০২৪-এ। কংগ্রেসের চিরকালের দুর্গ হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশে আমেঠি কেন্দ্রে ৫ বছর আগের ক্ষত কাটিয়ে উঠল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে ৪ লক্ষের বেশি ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস প্রার্থী কিশোরীলাল শর্মা। অন্যদিকে, প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ভোট পেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন বিজেপির স্মৃতি ইরানি। যা বিজেপির কাছে বিরাট ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে আমেঠি ও রায়বরেলি এই দুই কেন্দ্র গান্ধি পরিবারের গড় হিসেবে পরিচিত। ২০১৪ সালে এই কেন্দ্রে রাহুলের কাছে ১ লক্ষের বেশি ভোটে পরাজিত হন স্মৃতি ইরানি। তবে গোটা দেশকে অবাক করে ২০১৯ সালে রাজীবপুত্রকে এখানে ধরাশায়ী করেন খোদ মোদির আশীর্বাদধন্য প্রার্থী স্মৃতি ইরানি। এই সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। তবে ৫ বছরেই পালাবদলের আভাস মিলল এই কেন্দ্রে। শেষ পাওয়া খবরে, এই কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন কিশোরীলাল শর্মা। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৫০। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত স্মৃতি পেয়েছেন ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৮১ ভোট।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, এই কেন্দ্র বিজেপির হাত থেকে পুনরুদ্ধার করতে এবার চেষ্টার কোনও কসুর করেনি কংগ্রেস। যার প্রথম পদক্ষেপ হল এখানে কে এল শর্মাকে প্রার্থী করা। কারণ, সেই রাজীব গান্ধির আমল থেকে এই কেন্দ্রকে হাতের তালুর মতো চেনেন কিশোরীলাল। শুধু তাই নয়, লাগাতার এখানে প্রচার চালিয়েছেন গান্ধি পরিবারের আর এক সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। একদিকে, সংবিধান রক্ষার বার্তার পাশাপাশি বারবার প্রচারে এসে তাঁরা তুলে ধরেছেন সেই ইন্দিরা গান্ধির আমল থেকে আমেঠির অতীত ইতিহাস। রাজনৈতিক মহলের দাবি, একদিকে আমেঠির সহানুভূতির অঙ্ক। অন্যদিকে, দক্ষ ভোটকুশলী কিশোরীলালকে প্রার্থী করা। এই দুই চালেই বিজেপির দখল মুক্তির পথে আমেঠি কেন্দ্র।

বুথফেরত সমীক্ষাকে ভুল প্রমাণ করল জনগণের রায়

এক্সিট পোলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: এক্সিট পোল-এর অনুমান একেবারে পালটে গেল নির্বাচনের ফলাফলে। যেখানে এনডিএ জোটকে চারশো আসনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল বুথফেরত সমীক্ষাগুলো, সেখানে বাস্তবে দেখা গেল, ৩০০ পেরতেই হিমশিম খাচ্ছে বিজেপির জোট। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এক্সিট পোলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই? নাকি বুথফিরতি জনতার প্রকৃত মতামতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বও! মাথাচাড়া দিচ্ছে এমন সংশয়ও।

গত শনিবার ভোট শেষ হওয়ার পরেই প্রকাশ্যে আসে একের পর এক এক্সিট পোল। দেখা যায়, রিপাবলিক-মাট্রিজের সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ। সমীক্ষা অনুযায়ী ৩৫৩-৩৬৩ টি আসন পেতে পারে এনডিএ। ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ১১৮-১৩৩ আসন। রিপাবলিক পি মার্কের সমীক্ষায় এনডিএ পেতে পারে ৩৫৯টি আসন। ইন্ডিয়া পেতে পারে ১৫৪ আসন। জন কী বাতের সমীক্ষায় এনডিএ পেতে পারে ৩৬৩-৩৯২ আসন। ইন্ডিয়া পেতে পারে ১৪১-১৬১ আসন। অর্থাৎ চারশো পার না হলেও, সাড়ে তিনশো অনায়াসে পেরিয়ে ৪০০র কাছাকাছি পৌঁছে যাবে এনডিএ। সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে প্রধানমন্ত্রীর সদর্প ঘোষণা ছিল, 'ওরা শুধুই মোদিকে গালিগালাজ করতে জানে।'

কিন্তু এক্সিট পোল নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধির মতো বিরোধী নেতারা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছিলেন, 'এই এক্সিট পোল ফেক, আমরা মানি না।' 'মোদি সমীক্ষা' বলে এক্সিট পোলকে খোঁচা দিয়েছিলেন রাহুল। আবার ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের মত ছিল, নিজেদের মূল্যবান সময় জাল সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ দেখে কাটানোর কোনও মানে হয় না। যদিও এক্সিট পোলের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দাবি ছিল, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি বলেই নির্বাচনী ময়দানে ধরাশায়ী হবে। তবে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়ে দিল, এক্সিট পোল সেভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে জয়ী-পরাজিত কে, তা জানা যায় ইভিএম থেকেই।

তবে, বলতে গেলে যাবতীয় এক্সিট পোল-এর একেবারে উলটোদিকে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ভারতে এই প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা এআই দিয়ে বুথফেরত সমীক্ষা করে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, এনডিএ ৩০৫-৩১৫টি আসন পেতে পারে। ইন্ডিয়া জোটের ঝুলিতে যেতে পারে ১৮০-১৯৫টি আসন। তৃণমূল-সহ অন্যান্যরা ৩৮-৫২টি আসনে জিততে পারে। এই সমীক্ষারই কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে ভোটের ফল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২৯৬ আসনে এগিয়ে এনডিএ। ২৩০টি আসনে এগিয়ে ইন্ডিয়া। ফলে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক শিবিরের তৈরি করা হাওয়াতেই কি ভেসে যায় এক্সিট পোল?

হল না চারশো পার, রেকর্ড ধস দালাল স্ট্রিটে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন: হল না চারশো পার। তাই ধস নামল শেয়ার বাজারে। গত চার বছরে সবথেকে খারাপ পারফরম্যান্স বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের গণনার মধ্যে ৬ হাজার পয়েন্ট পড়ে গিয়েছিল সেনসেক্সের সূচক। তবে দিনের শেষে খানিকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪ হাজার ৩০০ পয়েন্ট লোকসানে থেকেই সেনসেক্সের বাজার বন্ধ হল।

এক্সিট পোলের ফলে দেখা গিয়েছিল, প্রায় চারশো আসন ছুঁয়ে ফেলতে পারে এনডিএ। তার ভিত্তিতেই একলাফে ২ হাজার পয়েন্টেরও বেশি বেড়ে যায় সেনসেক্স। সর্বকালের সেরা সূচক ছুঁয়ে ফেলে। নজির গড়ে নিফটির সূচকও। কিন্তু মঙ্গলবার ভোটগণনা শুরু হতেই পালটে যায় ছবিটা। সকাল আটটা থেকে ভোটগণনা শুরু হতেই দেখা যায়, বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ প্রার্থীদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিচ্ছে ইন্ডিয়া জোট।

সেখান থেকেই শুরু হয় শেয়ার বাজারের পতন। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ২ হাজার ৮০০ পয়েন্টেরও বেশি পড়ে যায় সেনসেক্স। যত বেলা গড়িয়েছে ততই শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। একটা সময়ে ৬ হাজারেরও বেশি কমে গিয়েছিল সেনসেক্স। তবে দিনের শেষে খানিকটা উন্নতি হয়েছে সূচকে। ৫.৭৪ শতাংশ পতনের পরে ৭২, ০৭৯ পয়েন্টে থেমেছে সেনসেক্স। ৫.৯৩ শতাংশ কমে ২১, ৮৮৪ পয়েন্টে রয়েছে নিফটি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কোভিড অতিমারির পর থেকে এত খারাপ অবস্থা হয়নি বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের। গত চার বছরে এটাই ছিল শেয়ার বাজারের নিকৃষ্টতম পারফরম্যান্স।

কারণ, হিসাবে মোদির দিকেই আঙুল তুলছেন বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ। সকলেরই মতে, অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে। মোদি ম্যাজিকে ভর করে চারশো পার করবে এনডিএ, সরকার স্থিতিশীল হবে- ফলপ্রকাশের আগে এমনটাই প্রচার করেছিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং বলেছিলেন, রেকর্ড গড়া আসনে বিজেপি জিতবে আর নতুন রেকর্ড গড়বে শেয়ার বাজার। ফল প্রকাশের পরে নজির অবশ্য হল শেয়ার বাজারে, তবে সেটা লজ্জার।

পরিসংখ্যান বলছে, ১ লক্ষ কোটি টাকা খুইয়েছেন এসবিআইয়ের বিনিয়োগকারীরা। ১৩ শতাংশ লোকসান হয়েছে পিএসইউ ব্যাংকের শেয়ারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপাতত কয়েকদিন বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কম। কারণ বিজেপি সরকার গড়লেও সরকারি নীতি বদলের সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে বাজারে এখনই ভরসা রাখতে পারবেন না বিনিয়োগকারীরা। আপাতত স্বল্পমেয়াদে অল্প অঙ্কের বিনিয়োগ করা উচিত বলে পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের।

পাকিস্তানের কয়লা খনিতে বিষাক্ত গ্যাসে প্রাণ হারালেন ১১ জন

ইসলামাবাদ, ৪ জুন: বড় দুর্ঘটনা পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের কয়লা খনিতে। বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে প্রাণ হারালেন অন্তত ১১ জন শ্রমিক। এই ঘটনার পর গোটা খনি সিল করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সোমবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে বালোচিস্তানের কোয়েটার জেলার সঞ্চদি এলাকার একটি কয়লা খনিতে। ওই প্রদেশের এক পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ওই খনিটির প্রায় পনেরোশো মিটার নিচে কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। মোট এগারো জন ছিলেন তখন সেখানে। হঠাৎই মাটির নিচ থেকে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস নির্গত হতে শুরু করে। যা শরীরে যেতেই অচেতন হয়ে পড়েন সকলে। প্রায় দেড় ঘণ্টা খনি থেকে কোনও বার্তা না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করা হয়। তিনি আরও জানান, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কয়লা কোম্পানির এক ম্যানেজার, আরেক আধিকারিক-সহ নয় জনের।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র অনুযায়ী, উদ্ধারকারীরা খনি থেকে ওই এগারো জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তারপর দেহগুলোকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। গোটা কয়লা খনিটি সিল করে দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিলা প্রেসিডেন্ট পেল উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো

১ অক্টোবর থেকে দায়িত্ব পালন করবেন ক্লডিয়া শেনবাউম

মেক্সিকো সিটি, ৪ জুন: মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ক্লডিয়া শেনবাউম। প্রথমবারের মতো মহিলা প্রেসিডেন্ট পেল উত্তর আমেরিকার এই দেশটি। দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্লডিয়া।

ভোটের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, নির্বাচনে ৫৮ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন ক্ষমতাসীন মরেনা পার্টির প্রার্থী ক্লডিয়া শেনবাউম। নির্বাচনে তিনি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোসিটল গালভেচুভ গালভেজের থেকে ৩০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। সমর্থকদের প্রত্যাশা প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদরের যোগ্য উত্তরসূরি পেল মেক্সিকো। ক্লডিয়া শেনবাউম পেশাগতভাবে একজন বিজ্ঞানী, যিনি ২০১৮-২৩ সাল পর্যন্ত মেক্সিকো সিটির মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর বিজয়ী ভাষণে ভোটারদের উদ্দেশে ক্লডিয়া বলেন, আমি আপনাদের হতাশ করব না। আপনাদের প্রত্যাশাকে অসম্পূর্ণ রাখব না। প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি মেক্সিকোর কংগ্রেসের সব সদস্য, আটটি রাজ্যের গভর্নর এবং মেক্সিকো সিটির সরকার প্রধানকে নির্বাচন করতেও ভোট দিয়েছেন ভোটাররা। দেশটির প্রায় ১০ কোটি মানুষ ভোট দিয়েছেন। রবিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। ক্লডিয়া শেনবাউম আগামী ১ অক্টোবর থেকে ছয় বছরের জন্য দেশটির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন। এবারের নির্বাচনে ভোটের প্রচারেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মেক্সিকোজুড়ে ২০ জনের বেশি প্রার্থী নিহত হয়েছেন। এদিকে এক্সিট পোলে এগিয়েই ছিলেন শেনবাউম। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোসিটল গালভেচুভ গালভেজের থেকে তাঁর পাল্লা যে অনেক ভারী, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তখনই। এবার সেই সম্ভাবনাকে সত্যি করে জয়ী হলেন তিনিই।

বারাণসীতে জয়ের ধারা বজায় রাখলেন নরেন্দ্র মোদি

বারাণসী, ৪ জুন: জয় প্রত্যাশিত ছিলই। পরপর তিনবার বারাণসী কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয় পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারে নরেন্দ্র মোদির প্রাপ্ত ভোট ৬ লক্ষ ১২ হাজার ৯৭০। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী অজয় রাইয়ের থেকে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫১৩টি ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, গান্ধিনগর থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

২০১৪ সালে প্রথমবার বারাণসী কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়। তারপর ২০১৯ সালেও বারাণসী কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। সেবারে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এসপি প্রার্থী শালিনী যাদব। তাঁর থেকে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫০৫ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন মোদি। এবারেও তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রইল।

অন্যদিকে, গান্ধিনগর থেকে ১০ লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী সোনাল রমনভাই প্যাটেল। তাঁর থেকে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪১৬ ভোটের মার্জিনে জয়ী হয়েছেন অমিত শাহ। বলা যায়, বিজেপি তথা এনডিএ-র প্রধান দুই কাণ্ডারী বিপুল ভোটে জয়ী হলেন।

ফের গাজায় উদ্ধার ৪ পণবন্দির মৃতদেহ, যুদ্ধ থামানো নিয়ে উদ্বেগে নেতানিয়াহু

গাজা, ৪ জুন: কয়েকদিন আগেই ইজরায়েলকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে 'বন্ধু' আমেরিকা। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে গাজায় হামাসের ডেরায় থাকা পণবন্দিদের মুক্তির বিষয়েও। কাছের মানুষদের ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষা করছে পণবন্দিদের পরিবার। কিন্তু এর মাঝেই ফের গাজা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪ জনের দেহ। গত আট মাস ধরে তাঁরা হামাস জঙ্গিদের হাতে বন্দি ছিলেন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। ফলে আরও চাপ বাড়ছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উপরে।

হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। উত্তর থেকে দক্ষিণ তীব্র হামলা চলছে সর্বত্র। এদিন ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহর থেকে ৪ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের একসঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন আমিরাম কুপার, ইয়োরাম মেটজার ও হাইম পেরি নামে ৩ জন। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই হামাস একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল। যেখানে ওই ৩ জন তাঁদের মুক্তি নিয়ে কাকুতিমিনতি করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁদের।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। অপহরণ করে নিয়ে যায় প্রায় দুশোর উপর মানুষকে। তার পর তাঁদের দ্রুত মুক্তি নিয়ে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। গত মে মাসেই গাজার জাবালিয়া শহর-সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করে আইডিএফ। সকলের দেহ ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখা থাকতে পারে এমন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস।

এদিকে, গাজা থেকে দেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই আরও উদ্বেগ বেড়েছে পণবন্দিদের পরিবারের। তারা সকলেই ফের একবার ইজরায়েলের সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দ্রুত যেন বন্দিদের ফেরানোর বিষয়ে পদক্ষেপ করা হয়। তাদের মুক্তি নিয়ে ইজরায়লের অন্দরেই ক্ষোভ বাড়ছে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে প্রায় শতাধিক মানুষ বন্দি রয়েছেন হামাসের ডেরায়। অন্যদিকে, রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ থামানো নিয়েও ক্রমাগত চাপ বাড়ানো হচ্ছে নেতানিয়াহুর উপর।

বলে রাখা ভালো, গত শনিবারই হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন ইজরায়েলকে। প্রাথমিক ভাবে অন্তত ৬ মাসের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি হামাসকেও পণবন্দিদের প্রত্যর্পণ করতে হবে। এর পর ধাপে ধাপে গাজা থেকে ইজরায়েলি সেনা সরানো কিংবা প্যালেস্তিনীয় বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও নেতানিয়াহু এখনও এমন কোনও সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহ দেখাননি। তাঁর সাফ কথা, হামাসকে ধ্বংস করে পণবন্দিদের মুক্ত করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/ এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৩৩, তারিখ : ৩১.০৫.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/ এইচডব্লুএইচ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে ইলেক্ট্রনিক দর আহ্বান করছেন। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার। সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি ই-টেন্ডার শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক প্রস্তাবের দর গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন। ক্রনং:; টেন্ডার নং:; সামগ্রীর বিবরণ; খোলার তারিখ; টেন্ডার মূল্য নিম্নলিখিতমতো : |১৬২|; ২৫২৪৫০১০এ; সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/ টিএম/ ৪১১১/২৩-২৪/০১০ তারিখ ১৪/০৫/২৪ অনুযায়ী ইন্ডাকশন হিটার ৪০ কেভিএ (কেবল ও সকেট সহ ম্যাগনেটিক টেম্পারেচার প্রোবের ৫টি অতিরিক্ত সেট সহ) সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ। এইচএসএন কোড : ৮৫১৪২০০০; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ২৪.০৬.২০২৪; ০.০০ টাকা। |১৬৩|; ১৪২৪৩০০২; ১.আরডিএসও স্পেসি. নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯১-২০১৬ (রিভ.১), টাইপ-এল, ড্রইং নং এলডব্লু৭৬০৯০ অল্ট 'বি' অনুযায়ী এলইডি করিডোর লাইট এবং লোব্বেমোটিভে ফিট করার জন্য ড্রইং নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/এসকে-২/০৬৭৩/এ অনুযায়ী ব্র্যাকেট, ২. আরডিএসও স্পেসি. নং আরডিএসও/পিই/ এসপিইসি/ টিএল/ ০০৯১-২০১৬ (রিভ.১), টাইপ-এল, ড্রইং নং এলডব্লু৭৬০৯০ অল্ট 'বি' অনুযায়ী এলইডি ক্যাব লাইট এবং লোব্বেমোটিভে ফিট করার জন্য ড্রইং নং সিএলডব্লু/ ইএস/ ৩/ এসকে-১/ ০৬৭৩ অনুযায়ী ব্র্যাকেট; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ০৯.০৭.২০২৪; ০.০০ টাকা। |১৬৪|; ১৪২৪৩০০৪এ; আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯১-২০১৬ (রিভ.১), টাইপ-এফ২, ড্রইং নং এলডব্লু৭৬০৯৪ অল্ট 'এ' অনুযায়ী এলইডি ধরনের ড্রাইভারের ডেস্ক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাইভারের ডেস্ক আলোকসজ্জা এবং ড্রইং নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/এসকে-১/০৬৭২/এ অনুযায়ী ড্রাইভারের ডেস্ক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাইভারের ডেস্ক আলোকসজ্জার হাউজিং অ্যাসেম্বলি; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ১২.০৭.২০২৪; ০.০০ টাকা।|১৬৫|; ১৪২৪২৯৮৪; ১. সিএলডব্লু স্পেসি. নং সিএলডব্লু/ইএস/ এসি/ আই-১/ কে এবং ড্রইং নং সিএলডব্লু/ ইএস/ এসকে-৪/ এসি/ আই-১/ কে অনুযায়ী প্যান্টোগ্রাফ মাউন্টিং ইনসুলেটর, ২. সিএলডব্লু স্পেসি. নং সিএলডব্লু/ইএস/ এসি/ আই-১/ কে এবং ড্রইং নং সিএলডব্লু/ ইএস/ এসকে-২/ এসি/ আই-১/ কে অনুযায়ী রুফ লাইন ইনসুলেটর; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ১১.০৭.২০২৪; ০.০০ টাকা। |১৬৬|; ১৪২৪২৯৯১; প্রয়োজন সূচী (সংলগ্ন) অনুসারে কারেন্ট ট্রান্সফর্মারের জন্য সার্জ অ্যারেস্টার; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ০৩.০৭.২০২৪; ০.০০ টাকা।

PR8/448 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ

আমাদের লাইক করুন : www.facebookcom/clwrailways

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরএস-টিপিকেআর-এমসিএ-V-২১৩৩০৬-আরটি, তারিখ ০১.০৬.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/ ইএমইউ কারশেড, টিকিয়াপাড়া, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টা পর্যন্ত জমা নেওয়া হবে এবং দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে: কাজের বিবরণ: ৩ বছর সময়সীমায় মেচেদা স্টেবলিং ইয়ার্ড, দঃপূঃ রেলওয়েতে ইএমইউ রেকে ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি। টেন্ডার মূল্যমান: ৫৯,১৮,০৫৫.৯৩ টাকা। ইএমডি: ১,১৮,৪০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: ৫,০০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা: ৩৬ মাস। জমার তারিখ: ২৭.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ: ২৭.০৬. ২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য, বিবরণ, মাপকাঠি, সংশোধনীর জন্য ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট www. ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-218)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/ ২৫/২১(নোটিস)/৫৮৪, তারিখ : ০৩.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩২০। কাজের নাম: ২৪ মাসের জন্য এলএইচবি এসি কোচের এলএইচবি প্যান্ট্রি কারের প্যান্ট্রি উপকরণ ও ছোটখাটো প্যান্ট্রি উপকরণ পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য: ৪২,৮৮,৯৪৬ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা): ৮৫,৮০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ২৪ মাস । বন্ধের তারিখ ও সময়: ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে।টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-83/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারতকে পার্কে অনুশীলন করতে হচ্ছে বলে অদ্ভুত লাগছে দ্রাবিড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবকিছু কি ঠিক আছে? এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পাঁচটি ম্যাচ হয়ে গেছে, এর মধ্যে দুটি হয়েছে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ আয়োজন করা যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বকাপ এতটুকু এগোনোর পর প্রশ্নটা কেউ করতেই পারেন, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি তথা ক্রিকেটের কোনো বিশ্বকাপের নতুন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তা নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ড্রপ ইন পিচ নিয়ে সমালোচনা। গতকাল এখানেই হয়েছে শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। যে ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ১৯.১ ওভারে ৭৭ রান করে অলআউট হয়েছে। ৬ উইকেটের জয় পেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলতে হয়েছে ১৬.২ ওভার পর্যন্ত।

এই ম্যাচ শেষে শ্রীলঙ্কা দল আবার অভিযোগ করেছে সূচি আর লজিস্টিক্যাল অব্যবস্থাপনা নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে আইসিসির কাছে লিখিত অভিযোগও করেছে দলটি। এসব আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই আবার ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় প্রশ্ন তুলেছেন অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে।

বড় কোনো টুর্নামেন্ট, সেটা যদি হয় বিশ্বকাপ, তাহলে অবশ্যই দলগুলোর অনুশীলনের জন্য আলাদা কোনো মাঠ বা ইনডোরের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু নিউইয়র্কে ভারত দলকে অনুশীলন করতে হচ্ছে পাবলিক পার্কে।

নিউইয়র্কের ক্যান্টিয়াগ পার্কে অনুশীলন করতে হওয়া নিয়ে বিশ্বকাপের পরই ভারতের কোচের দায়িত্ব ছাড়তে যাওয়া দ্রাবিড় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'নিশ্চিত করেই বিশ্বকাপে আপনার বড় স্টেডিয়াম অথবা প্রচলিতভাবে ক্রিকেট স্টেডিয়াম থাকতে হবে। কিন্তু আমরা একটি পাবলিক পার্কে অনুশীলন করছি। একটা পার্কে অনুশীলন করাটা কিছুটা হলেও অদ্ভুত।'

ভারত তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আগামীকাল, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় ম্যাচটি হবে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

দেশের লোকসভা নির্বাচনে দুই বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের 'ছক্কা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের রাজনীতিতে অভিনয়শিল্পীদের পদচারণ নতুন কিছু নয়। খেলার জগতের তারকাদেরও ঢুঁ মারতে দেখা যায়। নির্বাচনে সেলিব্রিটিদের ইমেজ ব্যবহার করে বৈতরণি পার হওয়ার প্রবণতা ভারতের রাজনীতিতে প্রবলই। তাঁদের কতজন রাজনীতির লম্বা দৌড়ের ঘোড়া হতে পারেন, সেটি অবশ্য ভিন্ন বিষয়।

তবে আজ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর সাবেক ক্রিকেট তারকা ইউসুফ পাঠান জানান দিয়েছেন, তিনি রাজনীতির লম্বা ইনিংস খেলার জন্য তৈরি। নিজের 'বড় ম্যাচের খেলোয়াড়' তকমার প্রমাণ তিনি রেখেছেন ভোটের জটিল লড়াইয়েও।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে নির্বাচনে জিতেছেন ভারতের হয়ে ২০০৭ টি, টোয়েন্টি ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ইউসুফ পাঠান। হারিয়েছেন পাঁচবারের সংসদ সদস্য, ভারতীয় কংগ্রেসের পোড়-খাওয়া নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। জয়ের ব্যবধান ৭৫ হাজার!

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট আসন ৪২। সেখানে ইউসুফ লড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে। ইউসুফকে যেদিন মমতা বহরমপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেদিন থেকেই প্রতিক্রিয়াটা ছিল মিশ্র।

অবাঙালি ইউসুফ পাঠান বরোদার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে তিনি কতটা সুবিধা করতে পারবেন, মতভেদ ছিল সেটি নিয়েও। বিশেষ করে অভিজ্ঞ রাজনীতিক অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তিনি টক্কর দিতে পারবেন কি না, সেটি নিয়ে ছিল অনেক শঙ্কা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইটা দারুণভাবেই জিতেছেন ইউসুফ। অনেকটা তাঁর মারকুটে ব্যাটিং স্টাইলের মতোই।

ইউসুফের ছোট ভাই ইরফান পাঠানও দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছেন ভারতীয় দলে। বাঁহাতি পেস বোলিং অলরাউন্ডার ইরফান তিন সংস্করণেই ভারতের জার্সিতে খেলেছেন। বড় ভাই ইউসুফের তুলনায় ইরফানের খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ।

ইউসুফ ভারতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি খেললেও টেস্ট খেলা হয়নি। তবে টি,টোয়েন্টি ও ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছেন। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও দুবার শিরোপা জিতেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ও বহরমপুর আসনের মুসলিম ভোটের আধিক্যকে মাথায় রেখেই ইউসুফ পাঠানকে সেখানে অধীর চৌধুরীর মতো প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছিল। 'বড় ম্যাচে'ই ইউসুফের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল তৃণমূলকে উদ্ধারের। সেই দায়িত্ব পালনে দারুণ সফল তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জিতেছেন ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। দুর্গাপুর-বর্ধমান আসনে তিনি হারিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) হেভিওয়েট প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে। দিলীপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতা। কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন রাজ্য সভাপতি।

কীর্তি আজাদও ইউসুফ পাঠানের মতো তৃণমূলের আলোচিত প্রার্থী ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য কীর্তির অবশ্য একটা পুরোনো রাজনৈতিক পটভূমি আছে।

বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ভগবত ঝাঁ আজাদের ছেলে কীর্তি একসময় বিজেপি করতেন। টানা দুবার সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন ওই দলের প্রার্থী হিসেবে। তখন অবশ্য তিনি জিতেছিলেন নিজের রাজ্য বিহার থেকে। দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দুর্নীতি নিয়ে সাবেক মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে বিবাদের কারণেই তিনি বিজেপিছাড়া হয়েছিলেন।

'ভালোবাসার মানুষ খুঁজছেন' সানিয়া মির্জা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুঞ্জন ছিল ডিভোর্স হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য ছিল না। অবশেষে গত জানুয়ারিতে শোয়েব মালিকের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ব্যাপারটি সামনে চলে আসে।

পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদকে তৃতীয় বিয়ে করে তাঁর সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শোয়েব। সানিয়া মির্জা এরপরই শোয়েবের সঙ্গে তাঁর ডিভোর্সের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। এত দিন পর ভারতের সাবেক এই টেনিস তারকা নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুললেন। ৩৭ বছর বয়সী সানিয়া জানিয়েছেন, শোয়েবের সঙ্গে ডিভোর্সের পর নতুন করে তিনি ভালোবাসার মানুষ খুঁজছেন।

ভারতের জনপ্রিয় কমেডি টক শো 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-এর নতুন পর্ব গত শনিবার নেটফ্লিক্সে এসেছে। নতুন পর্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া প্রমোতে দেখা যায়, সেখানে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন ভারতের হয়ে অলিম্পিকে পদকজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা মেরি কম, র্যা ঙ্কিংয়ে সাবেক শীর্ষস্থানীয় ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল ও টেনিসের ডাবলস র্যা ঙ্কিংয়ে সাবেক শীর্ষ খেলোয়াড় সানিয়া মির্জা।

এই পর্বটি চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে প্রচারিত হতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। অনুষ্ঠানে উপস্থাপক কপিল শর্মা সানিয়াকে মনে করিয়ে দেন, বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান একবার মজা করে বলেছিলেন, সানিয়ার জীবন নিয়ে সিনেমা বানানো হলে তিনি সে সিনেমায় তাঁর প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করতে চান।

সানিয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সবার আগে তো আমাকে ভালোবাসার মানুষ খুঁজতে হবে।' সানিয়ার এই মন্তব্য শুনে হাসিতে ফেটে পড়েন বাকিরা।

বার্তা সংস্থা পিটিআই সানিয়ার পরিবার-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, শোয়েবের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া সানিয়াই শুরু করেছিলেন। তাঁর বাবা জানিয়েছেন, ইসলামি আইন অনুযায়ী 'খুলা' প্রক্রিয়া মেনে তিনি শোয়েবকে ডিভোর্স দেন।

এ আইনের অধীন মুসলিম নারী স্বেচ্ছায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। সানিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'সানিয়া তার ব্যক্তিগত জীবন সব সময়ই জনতার চোখের আড়ালে রেখেছে। তবে আজ একটি বিষয় জানানো প্রয়োজন, সেটা হলো কয়েক মাস হলো সানিয়া ও শোয়েবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। শোয়েবের নতুন জীবনের প্রতি শুভকামনা জানিয়েছে সে (সানিয়া)। তার জীবনের এই স্পর্শকাতর সময়ে ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি অনুরোধ রইল, তার গোপনীয়তাকে যেন সম্মান করা হয়।'

পাকিস্তানি ক্রিকেটার সানিয়ার সঙ্গে শোয়েবের বিয়ে হয় ২০১০ সালে। ২০১৮ সালে তাঁদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় একমাত্র সন্তান ইজহান মালিক।

সানিয়ার জীবনী 'এস এগেইনস্ট অডস' বইয়ের মোড়ক ২০১৬ সালে উন্মোচন করেছিলেন শাহরুখ খান। বলিউড কিংবদন্তি তখন বলেছিলেন, এই বই অবলম্বনে তিনি শুধু সিনেমাই বানাতে চান না, সেখানে অভিনয়ও করতে চান।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি'কে শাহরুখ তখন বলেছিলেন, 'সানিয়া মির্জাকে নিয়ে সিনেমা বানানো হলে আশা করি সেটা প্রেরণাদায়ক হবে। আমি ঠিক জানি না...তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সে আমাকে তার প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করার অনুমতি দেবে কি না। তবে নিশ্চিত থাকুন আমি (সিনেমা) এটা বানাব।'

ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাঁটুর চোটে ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। গতকাল শেষ ষোলোয় জয় তুলে নেওয়ার পথে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন সার্বিয়ান তারকা। জোকোভিচের ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে সরে যাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন আয়োজকেরা।

ফ্রেঞ্চ ওপেন আয়োজকদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ডান হাঁটুর মিনিসকাসে চোট পাওয়ায় (আজ এমআরআইয়ের পর নিশ্চিত হওয়া গেছে) নোভাক জোকোভিচ...রোলাঁ গারোর টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।'

বুধবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যাসপার রুডের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জোকোভিচের।

রিয়ালের সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি এমবাপ্পের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিএসজি থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি সই করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। স্প্যানিশ ক্লাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির খবর জানিয়েছে। রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, 'আগামী পাঁচ মৌসুমের জন্য এ খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।'

রিয়ালে যোগ দিতে ২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির সঙ্গে মৌখিকভাবে সম্মত হন। এরপর গত মাসে ফরাসি তারকা জানান, তিনি মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়বেন। গত শনিবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১৫তম শিরোপা জয়ের পর এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তির খবরটি আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল রিয়াল। ফ্রান্সের হয়ে এমবাপ্পে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামার আগেই তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করল রিয়াল।

২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে কাতারি মালিকানাধীন পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে রেকর্ড ২৫৬ গোল করেছেন এমবাপ্পে। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপও জেতেন এমবাপ্পে। মাত্র ১৮ বছর বয়সী এমবাপ্পেকে ১৮ কোটি ইউরোয় কিনেছিল পিএসজি।

পিএসজির হয়ে ৬ বার লিগ আঁ শিরোপা জিতেছেন এমবাপ্পে। ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালেও খেলেছেন পিএসজির হয়ে। কিন্তু হেরে যেতে হয় বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এমবাপ্পে। কিন্তু টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা।

এমবাপ্পে ছাড়াও ব্রাজিলের তারকা নেইমার এবং মেসিকে দলে টেনেছিল পিএসজি। লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়। কিন্তু এই তিন তারকা মিলেও পিএসজিকে আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেননি। তবে এমবাপ্পে বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাঁর তারকাখ্যাতি যেমন বেড়েছে, তেমনি ফ্রান্স জাতীয় দল এবং দেশটিতে তাঁর গুরুত্বও বেড়েছে।

২০২২ সালের জুনে এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি। এবার রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানের পর ক্লাবটির আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস, জুড বেলিংহাম ও রদ্রিগোর সঙ্গে জুটি গড়বেন এমবাপ্পে।

বিশ্বকাপের আগে আবার বিতর্কে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিতর্ক থামছেই না। এ বার দলে নয়, একটি টিভি অনুষ্ঠানে ঝামেলা লাগল দুই ক্রিকেটারের মধ্যে। এক পক্ষ অভিযোগ জানালেন দল নির্বাচনে বাবর আজমের পক্ষপাতিত্ব এবং দলের খারাপ খেলা নিয়ে। অন্য পক্ষ তা খণ্ডন করলেন।

একটি টিভি অনুষ্ঠানে এক সমর্থকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ। জানালেন, বাবর নিজের পছন্দের ক্রিকেটারদের দলে নিয়েছেন। ভাল না খেললেও তাঁদের একটানা খেলিয়ে যাচ্ছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার উদাহরণ দিয়ে শেহজাদ দেখিয়েছেন, কী ভাবে বড় ক্রিকেটারেরা ছোট দলের বিরুদ্ধে খেলেন না। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বড় ক্রিকেটারেরা দুর্বল দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য নাকি মুখিয়ে থাকেন। তরুণদের সুযোগই দেন না।

শেহজাদ আরও বলেন, পাকিস্তানের ক্রিকেটারেরা দুর্বল দলের বিরুদ্ধে ভাল খেলে নিজেদের দলে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর পাকিস্তান যে কিছুই করেনি, সেটাও উঠে এসেছে তাঁর কথায়। তাঁর দাবি, একটি নির্দিষ্ট চক্র রয়েছে তাঁর পিছনে।

তাঁর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ইমাম উল হক। জানিয়েছেন, বাবর নিজে থেকে অধিনায়কত্বে ফিরে আসেননি। তাঁকে বোর্ড সেই দায়িত্ব দিয়েছে। পাকিস্তানের খারাপ খেলার বিরুদ্ধে তিনি দেখিয়েছেন ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল এবং ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলাকে।

বাবরের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন ইমাম।

উগান্ডাকে উড়িয়ে শুরু আফগানিস্তানের বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাট হাতে কাজটা করেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। দুজনেই খেলেছেন ৭০ ছাড়ানো ইনিংস। আর বল হাতে কাজটা করেছেন ফজলহক ফারুকি। ৯ রানে এই পেসার নিয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা উগান্ডাকে বড় ব্যবধানে হারাতে এর চেয়ে বেশি কিছু আফগানিস্তানের দরকার হয়নি। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে উগান্ডাকে রশিদ খানের দল হারিয়েছে ১২৫ রানে।

আফগানিস্তানের ৫ উইকেটে ১৮৩ রানের জবাবে উগান্ডা থেমেছে ৫৮ রানে।বিশ্বকাপে এটি আফগানিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ব্যবধানে জয়।

আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ রানের জয় এসেছে ২০২১ বিশ্বকাপে। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩০ রানে জিতেছিল আফগানিস্তান। আজ ১৮৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে মূলত পাওয়ার প্লের মধ্যেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় উগান্ডা। পাওয়ার প্লেতে ২১ রান তুলতে ৫ উইকেট হারায় তারা। এরপর উগান্ডার ব্যাটসম্যানরা শুধু হারের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছেন। সেটাও খুব বেশি পারেননি। উগান্ডার হয়ে সর্বোচ্চ ১৪ রান করেছেন রবিনসন ওবুয়া। ৫ উইকেট নেওয়া ফারুকির বোলিং ফিগার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চতুর্থ সেরা।

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে আফগানিস্তানকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় উগান্ডা। সেই আমন্ত্রণ ভালোভাবেই গ্রহণ করে আফগানিস্তান। দুই ওপেনার গুরবাজ ও ইব্রাহিম গড়েন ১৪.৩ ওভারে ১৫৪ রানের জুটি। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপেও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি এটি। সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি এসেছিল গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে জস বাটলার ও অ্যালেক্স হেলস মিলে ১৭০ রানের জুটি গড়েছিলেন।

আজ ৪৬ বলে ৭০ রান করেন জাদরান। গুরবাজ করেন ৪৫ বলে ৭৬ রান। বিনা উইকেটে ১৫৪ রান তোলা আফগানিস্তান স্বাভাবিকভাবেই ২০০ রানের বেশি তুলতে চেয়েছিল। তবে সেখান থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় উগান্ডা। ১৫ থেকে ২০-এই ৬ ওভারে আফগানিস্তান রান তুলতে পারে মাত্র ৩১, উইকেট হারিয়েছে ৫ টি। সবচেয়ে বড় কথা এই ৬ ওভারে একটি বাউন্ডারিও মারতে পারেননি মোহাম্মদ নবীরা। আফগানিস্তানের ১৮৩ রানের প্রায় পুরোটাই করেছেন দুই ওপেনার। গুরবাজ ও ইব্রাহিম মিলে করেছেন ৯১ বলে ১৪৬ রান। বাকি সবাই ৩০ বলে তুলেছেন মাত্র ২৭। কেউ কোনো বাউন্ডারি মারতে পারেননি। কসমাস কিয়েউতা ও ব্রায়ান মাসাবা দুটি করে উইকেট নেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান ২০ ওভারে ১৮৩ / ৫ (গুরবাজ ৭৬, জাদরান ৭০, নবী ১৪ *; কিয়েউতা ৪-০-২৫-২, মাসাবা ৪-০-২১-২, রামজানি ৪-০-৩৩-১)

উগান্ডা ১৬ ওভারে ৫৮ / ১০ (ওবুয়া ১৪, রিয়াজাত ১১; ফারুকি ৪-০-৯-৫, নাভিন-উল-হক ২-০-৪-২, রশিদ ৪-০-১২-২)

ফল আফগানিস্তান ১২৫ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ ফজলহক ফারুকি (আফগানিস্তান)

ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের রেফারি কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন হানশি প্রেমজিৎ সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন(কিও) হল 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন' এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশন' 'সাউথ এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশন' এবং 'কমনওয়েলথ ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের' অনুমোদন প্রাপ্ত সদস্য। আবার একদিকে যেমন 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন' হলো 'ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির'* অনুমোদিত সদস্য, অন্যদিকে 'এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশন' হলো 'অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়ার' সদস্য।

হানশি প্রেমজিৎ সেন আরোও একবার 'ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের' পরিচালকবর্গের দ্বারা সংস্থার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন। এর আগে প্রায় ৬বছর ধরে তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন ও সেই সময়কালে দেশের জন্য তিনি 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন' ও 'এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশন' স্তরের অসংখ্য রেফারি ও বিচারক তৈরী করেছিলেন যারা আমাদের দেশকে গর্বিত করেছে। ফলস্বরূপ, ভারতীয় কারাতেকারা নিজেদের পারফরম্যান্সকে আরোও ভালো করেছে ও আন্তর্জাতিক স্তরের সকল অফিসিয়াল টুর্নামেন্টে ভালো ফল করছে।

যেকোনো খেলাতেই রেফারি ও বিচারকেরা সেই নির্দিষ্ট খেলাটির মান কি হবে তা নির্ধারণ করেন। আন্তর্জাতিক আঙিনায় বছরের পর বছর ধরে সংগ্রহ করা তার অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়ে হানশি প্রেমজিৎ সেন আন্তর্জাতিক স্তরের বেশ কিছু রেফারি ও বিচারক তৈরী করেছেন।

হানশি প্রেমজিৎ সেনই একমাত্র বাঙালি যিনি 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন' ও 'এশিয়ান ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের' 'এ' , গ্রেড রেফারি ও বিচারক দুইই হয়েছেন। এছাড়া, ক্যারাটে ডু ,এর জগতে তার অমূল্য অবদানের জন্য 'ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের' কাছ থেকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ 'ব্রোঞ্জ পিন' অ্যাওয়ার্ড দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

'ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের' সভাপতি হানশি প্রেমজিৎ সেন। পশ্চিমবঙ্গে তিনি ক্যারাটেকে ক্রিকেট ও ফুটবলের সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি যদিও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন তবু রেফারি ও বিচারকদের মান বৃদ্ধি করতে তার দক্ষ নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন।

হানশি প্রেমজিৎ সেন জানিয়েছেন, ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে ভারতের সর্বত্র ক্যারাটে ডু, এর উন্নতিসাধনে 'ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের' যেখানেই আমাকে প্রয়োজন হোক না কেন সেবা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**